ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 April, 2023 ■ আগরতলা ২৪ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ১০ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চন্দন যাত্রা

আগরতলায় জগন্নাথ জিউ মন্দিরে চন্দন যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও এক সক্রিয় রোগী ১৫জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। চব্বিশ ঘন্টায় রাজ্যে আরও একজন করোনা আক্রান্ত। নতুন আক্রান্ত রোগী দক্ষিণ জেলার। এদিকে এদিন সুস্থ হয়েছেন আরও একজন। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৫ জন। এদিন রাজ্যে মোট ১৭৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে ৯৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জারি করা বুলেটিনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কর্ণেল চৌমুহনীতে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। কর্নেল চৌমুহনী এলাকায় বেপরোয়া এক গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত তিন জন। এদিনের গাড়ির ধাক্কায় মোট ৫ জন আহত হয়।

দ্রুত গতির কারনে এই দূর্ঘটনা ঘটে আহতদের বক্তব্য। এদের মধ্যে একটি কোম্পানীর ডেলিভারী বয়ের আঘাত গুরুতর। আহত ডেলিভারী বয়ের নাম রনজিৎ ঘোষ। বাড়ি আমতলী সুকান্তপল্লী এলাকায়। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়াও কর্নেল চৌমুহনীর প্রিয়া বাজাজের গলির বাসিন্দা পবিত্র চক্রবর্তীর আঘাত গুরুতর হওয়ায় জিবিতে চিকিৎসাধীন।

বাকীদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। দুর্ঘটনার পর ঘাতক গাড়িটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ স্কুটিটি উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নেয়। পুলিশ জানায় সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ খুলছে স্কুল-কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। আগামীকাল থেকে ফের খুলছে স্কুল কলেজ। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দাবদাহের কারণে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছিল। আগামীকাল ২৪ এপ্রিল পুনরায় স্কুল ও কলেজ খুলছে। দাবদাহ কিছুটা কমেছে। রাজ্যে বিক্ষিপ্তভাবে স্বস্তি ফিরেছে বৃষ্টিতে।

কুঞ্জবনে পুড়ল একটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। আগরতলা শহরের কুঞ্জবন এ জি অফিস সংলগ্ন হারাধন মজুমদারের বাড়িতে রবিবার সন্ধ্যায় আগুন লাগে। বাড়ির একটি ঘরে ডেকোরেটারের সমস্ত সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। সন্ধ্যারাতে এই অগ্নিকান্ডে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। রাজ্য পুলিশের বড়সড় রদবদল হল শনিবার। আইপিএস ও টিপিএস স্তরে এই রদবদল। প্রফেসার (ডঃ) মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেয়ার পর এই প্রথম রাজ্য পুলিশের মাঝারি স্তরে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। এই রদবদল ঘিরে বিভিন্ন মহলে নানা জল্পনা চলছে। একসাথে ১৬জন আইপিএস ও টিপিএসকে রদবদল করার ঘটনা সচরাচর নজরে আসে না। কেন হঠাৎ করে এই রদবদল এই বিষয়ে কোন ইঙ্গিত না মিললেও ধারনা করা হচ্ছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও সুদৃঢ় করতেই এই রদবদল। তাছাড়া নেশা কারবারীদের কোমড় ভাঙতে এই রদবদল অনেকাংশেই কাজে আসতে পারে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের দাবি।

রদবদল হয়েছেন খোয়াই জেলা, উত্তর জেলা, ধলাই জেলা এবং পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার সহ বহু বিভাগের পুলিশ অধিকারিক। পশ্চিম জেলার নতুন পুলিশ সুপার হয়ে আসছেন ড় কিরণ কুমার কে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার আবারো করা হয় ভানুপদ চক্রবর্তীকে।পশ্চিমের শঙ্কর দেবনাথ পুলিশ সদর কার্যালয়ের এআইজিপি'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অবিনাশ রায়কে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থেকে ধলাই জেলার পুলিশ সুপার করা হয়েছে। রমেশ চন্দ্র যাদবকে ধলাই জেলার পুলিশ সুপার থেকে খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার করা হয়েছে। মানিক দাসকে টি এস আর -এর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট থেকে ট্রাফিকের এসপি করা হয়েছে। ক্রাইম এন্ড ইন্টেলিজেন্সের আইজিপি জি এস রাও -কে টিএসআরের আইজিপি করা হয়েছে। সৌমিত্র ধরকে টিএসআরের আইজিপি থেকে আইনশৃঙ্খলা বিভাগের আইজিপি করা হয়েছে। এল ডারলং -কে আইনশৃঙ্খলা বিভাগের আইজিপি থেকে ক্রাইম ব্রাঞ্চের আইজিপি করা হয়েছে। নমিত পাঠককে সাব্রুম মহকুমা পুলিশ আধিকারিক থেকে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

এদিন সব মিলিয়ে ১৬ জন আইপিএস এবং টিপিএস অফিসারের রদ বদল হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দেড় মাস পর আরক্ষা প্রশাসনের শীর্ষস্তরে এটি বড়সড়ো রদ বদল বলা চলে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রহ্মছড়ার জঙ্গলে উদ্ধার দেশি বন্দুক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। গভীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার দেশি গাঁদা বন্দুক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন ব্রহ্মছড়া বালুছড়া এলাকার গভীর জঙ্গলে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য।

সংবাদ প্রকাশ, রবিবার সকাল নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের কাছে খবর আসে তেলিয়ামুড়া থানাধিন ব্রহ্মছড়া বালুছড়া এলাকার গভীর জঙ্গলে এলাকাবাসী'রা যখন লাকড়ি সংগ্রহ করতে যায়, তাদের নজরে আসে একটি দেশি গাঁদা বন্দুক জঙ্গলে পরে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ এলাকাবাসীরা এই খবর দেয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার এস.আই রামকৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং গভীর জঙ্গল থেকে সেই দেশি গাঁদা বন্দুকটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বদলীয়রা পিটিয়ে রক্তাক্ত করল যুবমোর্চার জেলা সভাপতিকে

কৈলাসহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। স্বদলীয়রা পিটিয়ে রক্তাক্ত করে যুব মোর্চার জেলা সভাপতিকে! কৈলাসহরে বিজেপি দলের অন্তরকোন্দল প্রকাশ্যে। ২০২৩ সালের বিধানসভা ভোটের সময় যেসব নেতৃত্বরা অন্য দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে এসেছিলো এরাই বর্তমানে কৈলাসহরে দাদাগিরি করছে। এই নব্যরা এবং ২০১৮ সালের পরে যেসব কর্মীরা এবং দলীয় নেতৃত্বরা কংগ্রেস ও সি.পি.আই.এম দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে এসেছিলো এরা সবাই মিলে বিজেপি দলের পুরনো কার্যকর্তাদের সন্মান না দিয়ে বিজেপি দলকে দিনের পর দিন কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস জারী রেখেছে।

এরই ফলস্বরুপ বাইশ এপ্রিল শনিবার রাতে কৈলাসহরে দলের নেতা আক্রান্ত হয়েছেন বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারনা। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের গৌরনগর আর.ডি ব্লকের অধীন টিলাবাজার থেকে নূরপুর হয়ে সাংগঠনিক কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত ঊনকোটি জেলার বিজেপি দলের যুব মোর্চা জেলা সভাপতি অরুপ ধর সহ আরও একজন। শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কৈলাশহর শহরে আসার পথে কাতল দিঘির পার এলাকায় দুস্কৃতিরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। দলীয় সূত্রে জানা যায় যে, ঠিকাদারি কাজ নিয়ে দল দুই ভাগে বিভক্ত। কংগ্রেস এবং সি.পি.আই.এম দল থেকে আসা জনবর্জিত কলংকিত নেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারনেই যুব মোর্চার ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি অরুপ ধর মারধর খেয়েছেন বলেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, গতকাল শনিবার রাত ১১ টা নাগাদ অরূপ ধর ও উনার এক সহকর্মী বাইক নিয়ে টিলাবাজার থেকে কৈলাসহর শহরে আসার সময় কাতল দিঘির পাড় এলাকায় আসতেই ৫ থেকে ৬ জন দুষ্কৃতী উনার বাইক আটকে বাইক থেকে ফেলে দেয় এবং কীল গুশী এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করে এতে অরূপ ধর গুরুতর আহত হন।

পরবর্তী সময়ে উনাকে ড্রেনের কাছে ফেলে দুষ্কৃতীরা উনার কাছ থেকে স্বর্ণের চেইন,আংটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির হাতে সংবিধান নিরাপদ নয় ঃ জীতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। আর এস এস পরিচালিত ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের সব মানুষের শত্রু। তাদের হাতে ভারতের সংবিধান শুধু নিরাপদ নয় বললে ভুল হবে। এই নেতৃত্বাধীন সরকারের জন্য সংবিধান অচল। মানুষকে সুরক্ষা করার জন্য সংবিধানে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল সবগুলি আজ অচল। এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বলে জানান সিপিআইএমের পরিষদীয় দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

রবিবার রাজধানীর মেলার মাঠ স্থিত আম্বেদকর ভবনে ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনা সভায় জিতেন্দ্র চৌধুরী আরো বলেন, সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে এই সংবিধান রচনার সময় দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং সামাজিক ন্যায়ের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আজকে এই সংবিধান আক্রান্ত। তিনি আরএসএসের আরো সমালোচনা করে বলেন, যখন ভারতের জাতীয় পতাকায় গৃহীত হয়েছিল তখন বিরোধিতা করেছিল আর এস এস। তারা চেয়েছিল ভারতে জাতীয় পতাকা গেরুয়া রঙের করার জন্য। আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তারাই বলছে তারা রাষ্ট্রবাদী।তারা নাকি এই দেশের জন্য ভাবছে। দাবি করছে ভারতবর্ষে ৭০ বছরের কিছুই হয়নি। যা হচ্ছে তাদের সরকারের আমলে হচ্ছে।

পাশাপাশি এদিন হিটলারের সময়ের সাথে তুলনা করে শ্রী চৌধুরী কটাক্ষ করে বলেন হিটলারের যেমন চিহ্ন ছিল স্বস্তিকা, তেমনি আরএসএস -এর চিহ্ন স্বস্তিকা। আরো মিল রয়েছে, সেটা হলো জার্মানিতে যেমন হিটলারের জামানাকে রাষ্ট্রবাদ, রাষ্ট্রবাদী, জাতীয়তাবাদ বলা হয় তেমনি ভারতীয় জনতা পার্টিকে বর্তমানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক রাজ্যের দাবির স্লোগানে এডিসি এলাকায় উন্নয়ন ফানুস

রাস্তা ও জলের জন্য জম্পুইজলায় অবরোধ আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। পৃথক রাজ্যের দাবির স্লোগানে এডিসিতে উন্নয়ন ফানুস। সমস্যা মেটাতে এগিয়ে আসছে না এ ডি সি -র দায়িত্বে থাকা তিপ্রা মথা। অবশেষে আবেগ রাজনীতি থেকে সরে এসে রাস্তায় নামছে জনজাতিরা। রবিবার জল ও রাস্তার সংস্কারের দাবিতে জম্পুইজলা ব্লকের ছয়ঘড়িয়া রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা। দীর্ঘদিন ধরে জম্পুইজলা ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতের ওয়ায়ঘাটি কামী এলাকায় জলের সমস্যা সৃষ্টি হয়ে আছে। পাশাপাশি এলাকায় চলাচলের একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়ে রয়েছে।

এডিসি প্রশাসনকে বহুবার অবগত করার পরেও কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না কর্তৃপক্ষ। বাধ্য হয়ে সড়ক অবরোধে বসে এলাকার সমস্ত জনজাতিরা। তাদের দাবি এলাকায় পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা। পাশাপাশি রাস্তা সংস্কার করারও দাবি তুলেছে এদিন। বছরের পর বছর তারা এ সমস্যার পরে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ভোট আসলে বিভিন্নভাবে তাদের আবেগ রাজনীতিতে মন ভুলিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু জনজাতিদের ভোটে ক্ষমতায় ফিরলে সমস্যার সমাধান আর হয় না। তাই তারা এবার রাস্তায় নেমে দাবি আদায় করতে চাইছে। চাইছে উন্নয়নের হিসাব। দায় এড়াতে পারছে না যারা পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে তারাও। সুতরাং রাস্তা এবং পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য দাবি তুলেছে তারা। তাদের বক্তব্য অবিলম্বে এই সমস্যা গুলি সমাধান নাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। এদিকে খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ প্রশাসন। কথা বলেন অবরোধকারীদের সাথে। বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করার জন্য বলে পুলিশ।

নেশা সামগ্রী সহ পাঁচ যুবক পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। এক সপ্তাহ ব্যাপি বিশেষ অভিযানে জালে তোলা হচ্ছে কুখ্যাত নেশা কারবারিদের। পিছিয়ে নেই বিশালগড় থানা। ওসি রানা চ্যাটার্জীর আপোষহীন মনোভাবে নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য আসছে। প্রতিনিয়ত অভিযান চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নেশা বিরোধী অভিযান তীব্র করেছে পুলিশ। রাজ্যজুড়ে ধরপাকড় শুরু হয়েছে।গ্রেপ্তার করা হচ্ছে নেশা কারবারিদের। ইতিমধ্যে নেশা বাণিজ্যের কিং বলে পরিচিত শক্তিজিৎ সরকারকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

শনিবার গভীর রাতে বিশালগড় থানার ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ দাস, সাব ইন্সপেক্টর মৃদুল মজুমদার ও টিএসআর জওয়ানদের নিয়ে অভিযান চালায় অফিসটিলার সুব্রত দাসের ওরফে লাব্বার বাড়িতে। অভিযানে ২১০ টি ব্রাউন সুগারের কন্টেইনার সহ নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। সুব্রত দাস , বিদ্যুৎ সরকার , প্রসেনজিৎ দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ভারপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবপ্রসাদ রায় জানান ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস এক্টে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ রয়েছে। সবগুলি অভিযোগের তদন্ত হবে। তিনি জানান, নেশার বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে।

নেশা বিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার অমরপুর বি এম এস -এর প্রাক্তন সভাপতি পিন্টু রঞ্জন দাস সহ আরো এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গড়িয়া, ঈদ, অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে মেলবন্ধনের সুর পার্বতী ত্রিপুরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। রাজ্যে মিশ্র সংস্কৃতি যে মেলবন্ধন তা আবারো ফুটে উঠল বৈশাখের শুরুতেই। ঋতুর সঙ্গেই এই সংস্কৃতিরও জড়িয়ে রয়েছে। কারণ বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যে তিন দিনে উদযাপিত হল তিনটি জাতির অন্যতম প্রধান উৎসব। গত শুক্রবার শুরু হল জনজাতিদের অন্যতম প্রধান উৎসব গড়িয়া পুজো।

পরের দিন অর্থাৎ শনিবার উদযাপিত হল মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উৎসব ঈদ উল ফিতর। রবিবার উদযাপিত হল হিন্দুদের অন্যতম উৎসব অক্ষয় তৃতীয়া। টানা তিন দিন উৎসব মুখর ছিল রাজ্যবাসী। একে অপরের উৎসবে শামিল হয়ে সম্প্রীতির মেলবন্ধন কে আরো সুদৃঢ় করল। মজবুত হল ঐক্যের ভিত। সমোচ্চারিত ভাবে গর্বের সঙ্গে বলতে পারি এটাই আমাদের ঐতিহ্যের ত্রিপুরা।

এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে হলে সংস্কৃতির এই ঐকতানের সুর কে আরো ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে পাহাড় ও সমতলকে যেন একই সুতায় গাঁথা যায়। এই প্রয়াস সকল কেই নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক রঙ প্রতিবন্ধক না হয়ে ওঠ। এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। বলা যেতে পারে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যেও ঐক্যের সুর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর দৃষ্টান্ত রাজ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে বারবার। তবে এবারের গড়িয়া উৎসবের সূচনা লগ্নেই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ মিলেমিশে একাকার।

একইভাবে ঈদ উল ফিতর উদযাপনের মধ্য দিয়ে আবারো স্মরণ করে দিল কবির বক্তব্যকে একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু -মুসলমান। একে অপরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে আরো শক্তিশালী করল এই উৎসব। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এক মাস ব্যাপী রোজা পালনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয় এই উৎসব। খুশির ঈদকে একে অপরের মধ্যে ভাগ করে দিতে ভালোবাসার আদান-প্রদান হয়। শনিবার গোটা রাজ্যে পালিত হল এই খুশির ঈদ। এরই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৯১ ▫ ২৪ এপ্রিল ২০২৩ ইং ▫ ১০ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

জল বাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়ছে

বিশুদ্ধ জলের অভাবেই বহু মানুষ পেটের রোগে ভোগেন। সেই সঙ্গে রহিয়াছে জলবাহিত অন্যান্য রোগের সমস্যা। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে পানীয় জলের ব্যবসা। জারের জল খাওয়া বহু মানুষের ফ্যাশন। পরিষ্কার জল হিসাবে এগুলি সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব পূরণে সরকার মন দিলে মানুষ উপকৃত হইবেন। প্রত্যেক মানুষের কাছে যাহাতে পরিষ্কার ও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাইতে পারে, সেটা সরকারকেই নিশ্চিত করিতে হইবে। কারণ, মানুষের সুস্থ ও ভাল থাকিবার জন্য সেটা জরুরি। ত্রিপুরা একটি পাহাড় ঘেরা পার্বত্য রাজ্য। শুখা মরশুমে এই রাজ্যে পানীয় জলের সংকট প্রতি বছরের চরম আকার ধারণ করে। শুধু পাহাড়ি এলাকাতেই নয় সমতল এবং শহর এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুত পানীয় জল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও সেইগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। পাহাড় বেষ্টিত রাজ্যকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকে। সেই টাকার সঠিক বাস্তবায়ন হইলে সমস্যা এতটা জটিল আকার ধারণ করিত না। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য জাহাজের উপর দায়িত্ব অর্পিত রয়ে আছে তাহাদের দুর্নীতি এবং কর্তব্য জ্ঞান হীনতার কারণেই ত্রিপুরার পানীয় জলের সমস্যা এখনো বহাল রহিয়াছে। পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের উৎস সন্ধানের জন্য প্রতিবছর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলেও তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সঠিক পদক্ষেপ নাই। পানীয় জলের উৎস গুলি বিকল হইয়া পড়িবে সঠিক সময়ে সেগুলোকে মেরামতি করিবার কিংবা তদারকি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। পাহাড়ি অঞ্চলের যেসব স্থানে এখনো পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা যায় নাই ওইসব এলাকার মানুষ ছড়া নালা ইত্যাদির অপরিশ্রুত জল পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতে বাধ্য হইতেছেন। আর ওই সব অপ পরিশ্রুত পানীয় জল পান করিয়া বিশেষ করিয়া গিরিবাসীরা নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এদিকে শহর ও সমতল এলাকার অনেকেই বর্তমানে যার বা বোতলজাত পানীয় ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এটি রীতিমতো ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের ছাতার মত জল উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানি গড়িয়া উঠিয়াছে। খোঁজখবর নিলে দেখা যায় কিছু কিছু জল উৎপাদনকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন নাই। তাহারা বেআইনিভাবে নিয়ম নীতি না মানিয়া জল বোতলজাত এবং জারজাতকরিয়া বাজারজাত করিতেছে। এইসব জলের গুণগত মান কতটা সঠিক তাহা যথাসময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার তেমন কোনো তৎপরতা প্রশাসনের তরফ হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কালে ভদ্রে দপ্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জন্য বিভিন্ন জল উৎপাদনকারী সংস্থায় হানা দেওয়া হইতেছে। এই ধরনের নামকা ওয়াস্তে হানাদারি বাস্তব সমস্যা সমাধানে কোনদিনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া ওঠা অবৈধ জল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় সমতল এবং পাহাড়ে অপ্রতিশ্রুত পানীয় জলে জলবাহিত রোগের পরিমাণ আরো বাড়িয়া যাইবে। আর এজন্য প্রশাসনকেই দায়ী থাকিতে হইবে।

কালিয়াগঞ্জকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়

হুগলি, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : কালিয়াগঞ্জে ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য সরকার ও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমন করে গোটা ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। রবিবার হুগলির সিঙ্গুরের অপূর্বপুর এলাকার একটি কর্মী বৈঠকে যোগ দেন তিনি। সেখান থেকেই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনকে একহাত নেন লকেট।

বস্তুত, কালিয়াগঞ্জের ঘটনায় জাতীয় শিশুসুরক্ষা কমিশনকে নিশানা করে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানুনগো কিছু না জেনে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করছেন বলে অভিযোগ রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের। পাশাপাশি জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন ১৪৪ ধারা ভেঙেছে বলেও অভিযোগ রাজ্যের কমিশনের। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের পাশে দাঁড়ান বিজেপি সাংসদ। লকেট বলেন, "কিশোরীর মৃতদেহকে পুলিশ টেনে-হিচড়ে নিয়ে গেল। সেটা না দেখে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপর প্রশ্ন তুলছে? এদের কাছে ভোটটাই আসল। আর বড় বড় কথা বলা। এরা আদিবাসী,শিশু নারী কারোর কথা ভাবে না। শুধু নিজেদের স্বার্থ এবং ভোটের কথা ভাবে।"

রাজ্যে কেন্দ্রের এই তরজার মধ্যেই কালিয়াগঞ্জে পৌঁছেও গিয়েছেন জাতীয় কমিশনের সদস্যরা। তবে বিষয়টিকে মোটেই ভালভাবে নেয়নি তৃণমূল। মুখপাত্র কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করেছেন। এই বিষয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে লকেট বলেন, "রাজ্যে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন এসেছে বেশ করেছে। সাধরণ মানুষ রাজ্য প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়েছে। চাইছে কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে তদন্ত হোক।এই ধরণের ঘটনা বাংলায় দেখা যায় আর কোথায়ও নয়।"

এ দিকে, জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা কালিয়াগঞ্জের ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্যকে। বিজেপি সাংসদ সেই প্রসঙ্গে এ দিন বলেন,"দিনের পর দিন রাজ্যে শিশু নির্যাতন বেড়েছে। অপরাধীদের কোনও বিচার হয় না। তৃণমূলে নাম লিখিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে তারা।" গোটা ঘটনায় দ্রুত যেন বিচার চেয়ে সরব হয়েছেন লকেট।

তারাপীঠ থেকে উদ্ধার বোলপুরের নিখোঁজ নাবালিকা, গ্রেফতার পিসি

বোলপুর, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেল বোলপুরের নিখোঁজ নাবালিকার। তন্ত্র সাধনার জন্য তার পিসি তাকে নিয়ে তারাপীঠের একটি বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। সেই বাড়ি থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে ওই নাবালিকাকে। পিসিকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

বোলপুর থানা এলাকার তাতারপুর কলোনির বাসিন্দা বছর তেরোর ওই নাবালিকা গত মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ ছিল। বোলপুরের অ্যাডিশনাল এসপি সুরজিৎ কুমার দে জানান, নিখোঁজ ডায়েরি পাওয়ার পর থেকেই তাঁরা খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টা দেখছিলেন। স্নিফার ডগ এনে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিলেন। বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার পরেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন বাবার অজান্তেই তার পিসি তাকে লুকিয়ে রেখেছে। এরপরেই পিসি রেখা সর্দারের উপর নজর রাখা হচ্ছিল। অ্যাডিশনাল এসপি বলেন, "মেয়েটির পিসি রেখা তন্ত্রসাধনা করে একথা জানতে পারি আমরা।

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ ও বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন

প্রদীপকুমার পাল

বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দিকে। কংগ্রাসের মধ্যে যে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, বিশ শতকের গোড়ায়, বিশেষত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কেন্দ্র করে সেইখান থেকেই সশস্ত্র বিপ্লবরা, র জন্ম হয়। অধ্যাপক সুমিত সরকার বছছেন যে, কংগ্রেসের নরমপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া ১৯০৫ সালের পর প্রকাশ্যে এসেছিল, উনিশ শতকের শেষ দশকেই তার বীজ পৌতা হয়েছিল। বস্তত সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের যে ক্ষীণ শিখা বাংলায় রাজনারায়ণ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রজ্বলি করেছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ তাকে দাবানলে পরিণত করেন।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করার- চেষ্টা করলে বাংলার বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা করে এর ফলে পূর্ববতী যুগের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার রূপান্তর ঘটে। প্রথমদিকে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন জনগণের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার আন্দোলন ব্যর্থ প্রতিপন্ন হলে বাংলা তথা ভারতের যুবসম্প্রদায় ক্রমেই বিপ্লবী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে অনুশীলন সমিতি ছিল অগ্রণী। প্রথমদিকে এই আন্দোলনের সঙ্গে সতীশচন্দ্র বসু কর্তৃক স্থাপিত অনুশীলন সমিতি'র নাম বিশেষভাবে জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্র চটপাধ্যায়ের অনুরোধে পি. মিত্র অনুশীলন- সমিতির সভাপতি ও সর্বাধিনায়ক হন। বাংলার অনুশীলন-সমিতি কেন্দ্র করে সমস্ত বিপ্লবী-আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশের সময় কিছু কিছু গুপ্ত সমিতি বাংলায় স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমে এই সমস্ত সমিতি কাজেই নিযুক্ত ছিল। কিন্ত সরকারি নিপীড়নে শান্তিপূর্ণ পথে রাজনৈতিক কার্যকলাপের পথ বিরুদ্ধ হওয়ায় বাংলার যুব সমাজ ক্রমশ সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৯০২ সালে মেদিনীপুরে- জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু একটি বিপ্লবী সমিতি স্থাপন করেছিলেন। "অনুশীলন সমিতি"কে কেন্দ্র করে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অনুশীলন-সমিতি প্রকাশ্যে ও গোপনে বিপ্লবী আদর্শের ব্রতী হয়। বাংলার যুবকদের নানাপ্রকার ব্যায়াম চর্চায় ও প্রশিক্ষণ দেবার জন্য বহু রলাব-সংঘের উৎপত্তি হয়। এই সকল প্রশিক্ষণ প্রকাশ্যেই দেওয়া হত এবং তা বাংলার যুব সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। গোপনে এখানে যুবকদের বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হত। এর সঙ্গে সর ভগিনী নিবেদিতা, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, চিন্তরঞ্জ দাশ যুক্ত ছিলেন। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হন বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূগেন্দ্রনাথ দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্কর, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি দলিলপত্রে ভারতের বিপ্লবী- আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী ও অরাজকবাদী বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী ছিল বটে কিন্ত একমাত্র বিপ্লবীরা কখনও অরাজকতার পক্ষপাতী ছিল না। আদর্শের দিক ত্ত দিয়ে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীদের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। উভয়ের লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন, যদিও এই লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী ও বিল্পবীদের পথ ছিল ভিন্ন। ইতিমধ্যে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক তরুণ বিপ্লবীকে বাংলায় প্রেরণ করেন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এই তুরুণ আকৃষ্ট ছিলেন সৈনিকবৃত্তির প্রতি। বাঙালি যুবককে কেউ যে সুযোগ দেবে না। বুঝে তিনি কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতেন, পদবী বদলের নিজের নাম বলেছিলেন যতীন উপাধ্যায়। তিনি বরোদার মহারাজার দেবরক্ষীর চাকরি পেয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের আদেশে তিনি সেই চাকরি ছেড়ে কলকাতায় যান এবং যুবকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম গুপ্ত সমিতি তৈরি হয়। সভাপতি পি মিত্র সহ সভাপতি- অরবিন্দ ঘোষ ও ব্যারিস্টার সি আর দাশ, কোষাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন উপাধ্যায় হলেন সভ্যদের শারীরিক শিক্ষা ও ব্যায়ামাগারের অধ্যক্ষ। এই ভাবে বিখ্যাত অনুশীলন সমিতির সুচনী হয়েছিল যার হাত ধরে বাংলার যুব সমাজ বোমাবাজি ও সশস্ত্র বিপ্লবের পথ চলতে শুরু করে। সমিতির ব্যয় দীর্ঘদিন আরবিন্দ ঘোষ মেটাতেন। অল্পদিনের মধ্যে একটি দেশপ্রেমিক তরুণ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। শহরের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

ইংল্যান্ডে থাকাকালীন অববিন্দ- দেশের মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গের শপথগ্রহণ করেন। কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। প্রথম দিকে বন্ধুবন্ধব ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে চাদা আদায় কর হত। বিপ্লবী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকলে বিভশালীদের কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করা হত। অর্থসংগ্রহের এই পন্থাকে অনেকে "রাজনৈতিক ডাকাতি, বলে অভিহিত করেছেন। পি. মিত্র, সরলাদেবী, ভগিনী নিবেদিতা রাজনৈতিক ডাকাতির মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। বিপ্লবীদের অনকের মধ্যে ডাকাতির ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। তারা মনে করতেন, স্বদেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতির পথ গ্রহণ করলেও পরবতী সময়ে তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা আসতে পারত। রাজনৈতিক ডাকাতির ফলে জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। রাজনৈতিক ডাকাতির সমর্থনে একমাত্র যুক্তি ছিল বিপ্লবী কার্যকলাপ পরিচালনা করা। অর্থাৎ ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করা এবং ভারতের ভিতরে ও বাহিরে বিপ্লবী আদর্শের প্রচার করা। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ফলে গুপ্ত সমিতিগুলি গড়ে উঠেছিল, তা কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে সত্য নয়। কার্জনের ঘোষণা নিঃসন্দেহে এই সমিতিগুলির প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করেছিল, কিন্তু সলতে পাকানোর কাজে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। বাংলার যুব সমাজকে গুপ্ত সমিতি গঠনের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অনুরাগী দুই বিদেশীনি জাপানী শিল্পবোদ্ধা কাউন্ট ওকাকুরা এবং আইরিশ জাতীয়তাবাদী মার্গারেট নোবেল, যাঁকে আমরা ভগিনী নিবেদিতা বলেই জানি। জাপান তখন গুপ্ত সমিতির জন্য বিখ্যাত ছিল। ওকাকুরা ভারতে এসে নামে একটি বই লেখেন। তিনি বিশ্বাস করতেন গোটা এশিয়ার সংস্কৃতি এক এবং অন্যের পরিপূরক এবং এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলি এই মহাদেশ থেকে পাশচাত্য প্রভাব মুছে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, শুধু ভারত পিছিয়ে রয়েছে-স্বাধীন হলেই পূর্ণ শক্তি অর্জন করুক। আয়ারল্যান্ডের মেয়ে নিবেদিতা ব্রিটিশ শাসকে "ঘার" বিরোধী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার ভাবনা তাকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণেরপর তিনি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পৃথক হয়ে যান। মিশনের ধর্ম ও জিরাফের সহাবস্থান নিবেদিতা মেনে নিতে পারেননি। দেশের কাজে শহরের কিছু বিখ্যাত মানুষকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। এইসময়ে তিনি বরোদা যারা মহারাজের সচিব এবং স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। তার মনে হয়েছিল বাংলয়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন) এই ব্যক্তিই যোগ্যতম। নিবেদিতার ক্রমাগত রোধের ফলে অরবিন্দ ঘোষ বরোদার মোটা বেতনের চাকরি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবরিক সুখশান্তি, যোগ সাধনা ছেড়ে কলকাতয়। অনিশ্চিত জীবনে ঝাপ দিয়েছিলেন। সহায় ছিল শুধু সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষতা এবং নবশক্তি পত্রিকার সম্পাদনা। বাংলার বিপ্লিববাদের উদ্গাতা বলা হয় অরবিন্দ ঘোষকে। ১৮৯২ মানে বিলেত থেকে ফিরে প্রথমে তিনি বরোদায় গায়কোয়াড়ের ব্যক্তিগত সচিব ও পরে বরোদী কলেজের উপাধ্যক্ষরূপে কিছুদিন কাজ করেন। নামক কয়েকটি প্রবেন্ধ তিনি কংগ্রেসের আবেদন- নিবেদনের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। গোপনে বিপ্লবী সমিতি গঠনে তীর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। ১৯০২ সালে তিনি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিজের কনিষ্ঠভ্রাতা বারীন্দ্রনাথ ঘোষকে দূত হিসেবে বাংলায় পাঠান অনুশীলন সমিতির প্রধান প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য। কিছুদিন পরে তিনি নিজে আসেন। মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুনগো, সুত্যেন বসু প্রভৃতিকে বিপ্লববাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন।

ঢাকায় পুলিন দাশের নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে (মতান্তরে ১৯০৫ সালে) স্থাপিত হয় ঢাকা অনুশীলন সমিতি। পুলিন দাশ সরলাদেবীর আখড়াতে অস্ত্র শিক্ষালাভ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন এবং সরকারি দজনীতির প্রতিক্রিয়ায় বাংলার বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু করেছিলে। ১৯০৬ সালে বরিশালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে পুলিশ অত্যাচারে বিপ্লবীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বোমা তৈরি শিখত হেমচন্দ্র কানুনগোতে ১৯০৭ সালে প্যারিসে পাঠানো হয়।

বারীন্দ্র ঘোষ বিপ্লবী -আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একদল তরুণকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই তরুণদের বিহার, ওড়িশা ও মাদ্রাজে পাঠিয়ে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ভবানীমন্দির নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় ১৯০৫ সালে। ধর্মের ভিত্তির উপর বিপ্লবী- আন্দোলনের কথা এই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বারীন্দ্র ঘোষের পরবর্তী দু সাহসিক কাজ "যুগান্তর" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ প্রচার করা। ১৯০৬ সালে "যুগান্তরের" প্রথম প্রকাশন হয়। এই ব্যাপারে বারীনর ঘোষের অন্য দু'জন সহকর্মী ছিলেন অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। যুগান্তরের আদর্শ সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন বিপ্লবীদের মুখপত্র হিসাবেই যুগান্তরের আবির্ভাব হয়। এই পত্রিকা প্রকাশ্যেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হয় এবং পবের কর্মসূচি ঘোষণা করে। যুগান্তরে কাশিত কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ মুক্তি কোন পথে নামক এক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরকার এক নতুন সংবাদপত্র আইন প্রবর্তন করলে যুগান্তরের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এই বিগ্রবের এক কর্মসুচি যয়া হয়। এই সুচির দেওয়া ছিল যুদ্ধাও সংগ্রহ করা, বিপ্লবী আদর্শে উদদ্ধ ভারতীয় "যুবকদের" বিদেশে পাঠিয়ে অস্ত্র নির্মাণের কৌশ. আয়ত্ত করা, ভারতীয় সৈনিকদের সমর্থন লাভ করা, স্বদেশের দুরবস্থার প্রতি ভারতীয় সৈনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং শিবাজীর বীরত্বের কথা সর্বত্র প্রচার করা। প্রসঙ্গত বলা যাক, এই যুগান্তর পত্রিকাকে নিয়েই বারীন্দ্র এবং যতীনের মধ্যে দ্ন শুরু হয়েছিল। অরবিন্দ ঘোষ অন্ধ ছিলেন। অভিমান করে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লব ও সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নিরালম্ব স্বামী নামে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও তাকে আর বিপ্লব তরঙ্গে ফিরিয়ে আনা যায়নি। বারীন্দ্র ঘোষ ভবিষ্যৎ সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকেন। শীঘ্রই কলকাতায় মুরারীপুকুর বাগানে বোমা ও বিস্ফোরণ তৈরির একটি গোপন কারখানা হয়। যুগান্তর গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল সরকারি কর্মচারীরে বোমা দ্বারা হত্যা করে ভীতির সপর করা। প্রথম বোমা তৈরি হয় পূর্ববঙ্গের লেফটেনান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যা করার জন্য। ফুলার ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী গভর্নর। দু'বার চেষ্টা করেও ফুলারকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। বোমা তৈরির শিল্পী ছিলেন দু'জন- প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র উল্লাসকর দত্ত ও ফ্রান্স থেকে তালিম নিয়ে আসা হেমচন্দ্র কানুনগো। বারীন- গোষ্ঠীর প্রথম লক্ষ্য হলেন বাংলার রাজ্যপাল স্যার আন্ত ফ্রেজার। তার স্পেশাল ট্রেন ব্যর্থ হবার পর বিপ্লবীরা মরিয়া হয়ে ততদিনে ব্রিটিশ অপশাসনের এক নম্বর মুখ হয়ে উঠেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্টে ডগলাস কিংসফোর্ড। রাজদ্রোহী প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনি ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট বাইয়ের এই কঠোর শাক্তিতে যুব সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এছাড়া চোদ্দ বছরের কিশোর সুশীল সেনকে বিন্দেমাতরম ধ্বনি দেবার অপরাধে বেত মারার সাজা দেবার পর কিংসফোর্ড বিপ্লবদের হিট লিস্টে উঠে গেলেন। অবস্থা গুরুতর ভেবে সরকার তাকে মজফরপুরে জেলা জজ করে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

কিংসফোর্ডকে হত্যা করার দায়িত্ব প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু'র হাতে ন্যস্ত করা হয়। কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ফেলা হয় ১৯০৮ সালে। কিন্তু সেই গাড়িতে ছিলেন মিসেস কেনেডি এবং তার কন্যা। বোমার আঘাতে দু'জনেই মারা যান। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং বিচারে তার ফাঁসি হয় (১১ আগস্ট, ১৯০৮)। প্রফুল্ল চাকি কীধে ও গলায় চলে যান। স্বাধীনতা যুদ্ধের তিনিই প্রথম শহীদ। পুলিশ মুরারীপুকুর বাগানে তল্লাসি চালিয়ে বহু বোমা ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়। অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্র সহ চৌত্রিশজনকে প্রেফতার করা হয় এবং শুরু হয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা। আরবিন্দ ঘোষ মুক্তিলাভ করলেও বারীন্দউল্লাসকর প্রমুখের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। মামলা চলাকালীন পুলিশ এবং সরকারি উকিল অশুতোষ বিশ্বাস বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট সামসুল আলম, সাব- ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত হন। বিপ্লবী-আন্দোলনে প্রাথমিক পর্যায়ে বারীন্দঘোষ ও তার সহকর্মীরা আশানুরূপ সফলতা করেনি বটে, কিন্ত তার দুঃসাহসিক কার্যকলাপ। সমগ্র ভারতে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তার প্রদর্শিত বিপ্লবের আদর্শ নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গের শপথ নেয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জংলা গাছ থেকে কাপড় ছাপার আঠা

দিলীপ পাল

বর্তমান এই ফ্যাশনের যুগে মহিলাদের রুচি অনুযায়ী রং-বেরঙের কাপড় ছাপতেই হয়। কাপড় ছাপানোর কাজে আবার অতি প্রয়োজনীয় জিনিস হল আঠা। শুধুমাত্রা কাপড় ছাপানোই নয়, ওষুধ তৈরি, আইসক্রিম, জ্যাম, জেলি, লজেন্স, চকোলেট প্রভৃতি জিনিস তৈরিতেও এর রমরমা ব্যবহার। এছাড়াও কাগজ তৈরি ও মাটির নীচ থেকে পেট্রোল তোলার কাজেও এর জুড়ি মেলা ভার। গুয়ার গাম এমনই এক আঠা যার চাহিদা বিশ্বব্যাপী। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এই আঠার সমতুল জংলা গাছ থেকে পাওয়া আর এক নতুন আঠার কথা জানিয়েছেন। যা কিনা প্রচলিত আঠার থেকে অনেক বেশি গুণস্পন্ন, উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত। কথা হচ্ছিল গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. (মিসেস) নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফসল আর্থাৎ নতুন আঠা হল উদ্ভিদের পত্ররাজি থেকে পাওয়া বিশেষ গুণবিশিষ্ট একধরনের যৌগ। গাছটির বিজ্ঞানসম্মত নাম লিয়সিয়া পরিয়েনথা বাংলা একে বলে বড় কুকুর চিতে। আর হিন্দিতে বলে মেদা।

বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে এই গাছের শুকনো পাতার গুঁড়ো নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এবং বেশ কয়েকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরে গবেষণার ফসল হিসাবে হাতে পান সুন্দর ঝকঝকে বাদামি রঙের গুঁড়ো। এই গুঁড়ো জলে গুলে পান ঘন আঠালো এক দ্রবণ। এরপর নানা ধরনের রাসায়নিক ও বর্ণালী রশ্মির প্রয়োগে এই আঠা জাতীয় গুঁড়োর রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার করেন। পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা দেখেন যে এই আঠাটি অতি বৃহদাকার যৌগের অণু দিয়ে তৈরি । এই অণুগুলি আবার শর্করা জাতীয় 'জাইলোজ' ও 'অ্যারাবিনোজ' নামের দুটি ভিন্ন গঠনের অণু দিয়ে দিয়ে তৈরি। এই দুটি অণু বিভিন্ন ধরনের বিশেষ কয়েকটি রাসায়নিক বন্ধনে বন্ধনযুক্ত হয়ে এক একটি বৃহদাকার অণু তৈরি করে।

বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব চিন্তাভাবনার এবং গবেষণায় ফসল অর্থাৎ নতুন এই আঠা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কাপড় ছাপাখানায় সুতি, সিল্ক, পলিয়েস্টার কাপড়ের ওপর ছাপার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে নতুন এই আঠা প্রচলিত আঠার থেকে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত। প্রশ্ন হতে পারে ছাপার কাজে আঠার প্রয়োজন কেন? আসলে যে কোনওরকম কাপড় ছাপার জন্য রক্ষের সঙ্গে মেশাবার জন্য এক বিশেষ গুণবিশিষ্ট আঠার দরকার হয়। এই আঠা ছাড়া কোনও কাপড়ই ছাপা সম্ভব হয় না। রঙের সঙ্গে আঠার সংমিশ্রণের ফলে রক্ষ কাপড়ের যেখানে- সেখানে ছড়িয়ে পড়ে না। রঙের প্রয়োজনীয় অংশ বিভিন্ন নকশার সীমারেখা মধ্যে সুন্দর ও স্পষ্টভাবে বসে গিয়ে নকশাগুলি সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল বাড়িয়ে দেয়। কাপড়ের রং পরিমাণমতো ও উৎকৃষ্টভাবে ঢুকতে পারে। আর শেষমেশ কাপড় প্রথমবার ধোওয়ার পরে রংটি কাপড়ে পাকাপাকিভাবে বসে যায়। তবে হাল আমলে কাপড় ছাপার কারখানায় প্রচলিত আঠাগুলির মধ্যে যে তিনটি আঠার নাম আগেই করতে হয়, তা হল ব্রিটিশ গাম বা আঠা, গাম অ্যারাবিক ও গুয়ার গাম। ব্রিটিশ গাম শর্করা বা স্টার জাতীয় যৌগ দিয়ে তৈরি। গাম অ্যারাবিক বাংলা জাতীয় গাছের আঠা থেকে তৈরি হয়। আর 'গুয়ার গাম' আঠা গুয়ারের অণুগুলির সামান্য রাসায়নিক গঠন পরিবর্তন করে তৈরি করা হয়। বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এই পরিবর্তন করা হয়। গুয়ার গাম নামের সেটি হল সায়ামপসিস টেট্রোগোনোলেবা বা বাংলায় যাকে বলে গুয়ার গাম গাছ তার বীজ থেকে পাওয়া যায়। এই গাছের বীজগুলি সিম জাতীয় একটি খাপের ভিতর সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। দুটি ভিন্ন গঠনের শর্করা জাতীয় অণু দিয়ে তৈরি এই গুয়ার গাম একটি বৃহৎ আকারের যৌগ। এই দুটি অণুর নাম গল ব্যালাকটেজ ও ম্যানেজ। আর গুয়ারের বৃহদাকার অণুগুলির রাসায়নিক নাম গ্যালক টোম্যানন।

এই তিনটি আঠার কথা যা বলা হল এগুলির কোনওটিই কিন্তু একাধারে সুতি, সিল্ক ও পরিয়েস্টার কাপড় ছাপার কাজে ব্যবহার করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাপড়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আঠা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত নতুন আঠার সুবিধে যেটি, সেটি হল এই আঠা তিন রকমের অর্থাৎ সুতি, সিল্ক ও পলিয়েস্টার কাপড় ছাপাবার কাজে সমানভাবে ব্যবহার করা যাবে। এর ব্যবহারে নকশাগুলির সীমারেখা খুব স্পষ্ট হয়। পলে প্রতিটি নকশা কাপড়ের ওপর সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। আবিস্কৃত নতুন আঠার সবচেয়ে বড় গুড় হল একে যখন কাপড় ছাপার কাজের জন্য অ্যাসিড জলে গুলে মণ্ড বানিয়ে রাখা হয় তখন এটি প্রায় আট দিন ব্যবহারের উপযোগী থাকে। কিন্তু প্রচলিত আঠাগুলির কোনওটিকেই সমান অবস্থায় দুই থেকে তিনদিনের বেশি ব্যবহারের উপযোগী হিসেবে রাখা যায় না। বিজ্ঞানীরা তাঁদের আবিস্কৃত এই নতুন ধরনের আঠার একটি পেটেন্ট করেছে। এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল ইতিমধ্যে 'কার্বোহাইড্রেট রিসার্চ' নামে এক আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া জার্নাল অফ ইনস্টিটিউশন অফ কেমিস্ট-এও জায়গা করে নিয়েছে গবেষণালব্ধ ফলাফল।

তবে নিশ্চিয়ই জানতে ইচ্ছে করেছে এই নতুন আঠা ব্যাপকভাবে মানুষের হাতে পৌঁছতে আর কতদিন বাকি তাই না? উত্তরে বলা যায় বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন যেহেতু লক্ষ লক্ষ টন তাই এর প্রয়োজন নিয়মিতভাবে মেটাতে হলে এই গাছটির চাষ অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে করে ফসল বাড়াতে হবে। নিয়মিতভাবে ফসল তুলে বিপুল পরিমাণ চাহিদা পূরণ করার পরিকল্পনা চলছে। এর সঙ্গে চাই এমন গবেষণা বা জিন প্রযুক্তি যা গাছটির পাতার ভেতরের প্রয়োজনীয় আঠার পরিমাণ বাড়বে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের কক্সবাজারে ভাসমান ট্রলার থেকে ১০ মরদেহ উদ্ধার

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৩।। বাংলাদেশের কক্সবাজার শহরের নাজিরারটেক সমুদ্র উপকূলে ভাসমান একটি ট্রলার থেকে ১০ জনের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ ও দমকল বাহিনী। এটিকে পরিকল্পিত হত্যাকান্ড বলছে পুলিশ। এরই মধ্যে উদ্ধার করা লাশগুলোতে পচন ধরেছে। তাদের হাত-পা রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। কারও কারও শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এখনও পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ঘটনার ধরন দেখে পুলিশ বলছে, এটি দুর্ঘটনা নয়, হত্যাকান্ড। পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। এটিকে পরিকল্পিত হত্যাকান্ড উল্লেখ করে কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মো. মাহফুজুল ইসলাম বলেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

কারণ তাদের হাত-পা রশি দিয়ে বাঁধা ছিল, শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে। আমাদের ধারণা, জলদস্যুরা গভীর সাগরে তাদের হত্যা করেছে। পরে ট্রলারে লাশ রেখে দরজা লাগিয়ে দেয়। তিনি বলেন, সব কয়টি লাশ বিকৃত হয়ে গেছে। এ জন্য পরিচয় শনাক্ত করতে দেরি হচ্ছে। পরিচয় শনাক্তে সিআইডি ও পিবিআইয়ের ক্রাইম সিন টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে। আশা করছি দ্রুত পরিচয় শনাক্ত করতে পারবো। একইসঙ্গে ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে পারবো। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি আমরা।

পুলিশ সুপার বলেন, স্থানীয় জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, ১০-১২ দিন আগে কক্সবাজারের মহেশখালী থেকে একটি ট্রলার নিয়ে গভীর সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন কয়েকজন জেলে। হয়তো জলদস্যুরা ওই ট্রলারের মাছ ও জাল লুট করে জেলেদের হাত-পা বেঁধে হত্যা করেছে। পরে লাশ ভেতরে রেখে ট্রলারটি সাগরে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ট্রলারটি ডুবে যায়নি। রশি দিয়ে ট্রলারটি টেনে মহেশখালীর সোনাদিয়া চ্যানেলে নিয়ে আসেন স্থানীয় জেলেরা। খবর পেয়ে দুপুর ২টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে ১০ জনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ ও দমকল বাহিনী।

নাজিরারটেক উপকূলের কয়েকজন জেলে জানিয়েছেন, স্থানীয় জেলেরা গভীর সমুদ্র থেকে মাছ শিকার শেষে কূলে আসার সময় ওই ট্রলারটি ভাসতে দেখেন। পরে তারা ট্রলারটি নাজিরারটেক উপকূলের মোহনায় নিয়ে আসেন। এ সময় ট্রলারের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ বের হলে ৯৯৯ নম্বরে ফোন দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে একে একে ১০ জনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ ও দমকল বাহিনী।

দমকল বাহিনীর কক্সবাজার স্টেশন অফিসার খান খলিলুর রহমান বলেন, লাশগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। প্রত্যেকের হাত-পা বাঁধা ছিল। নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

লাশ দেখে বোঝা যাচ্ছে ১০-১২ দিন আগে হত্যাকান্ড ঘটেছে। কক্সবাজার সদর মডেল থানার ওসি মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, লাশগুলো ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ট্রলার ও নিহত জেলেদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

তবে স্থানীয় জেলেদের দাবি, কিছু দিন আগে কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে একটি মাছ ধরা ট্রলারে হামলা চালায় একদল দস্যু। তখন তারা ট্রলারের মাছ ও জাল লুট করে জেলেদের হাত-পা বেঁধে হত্যা করেছে।

নিহতরা মহেশখালী, চকরিয়া, কুতুবদিয়া কিংবা আশপাশের এলাকার বাসিন্দা হতে পারেন। তবে এখনও ট্রলারটির মালিকের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

খুলে দেওয়া হল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক রবিবার দুদিকে ছোট যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের মতে, হালকা যান জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মুতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে ভারী যানবাহন পাশ করার পরই পাঠানো হবে। এরপর নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলো যেতে দেওয়া হবে। এদিকে মুঘল রোড থেকে বরফ পুরোপুরি সরানো হয়নি। শিগগিরই রাস্তাটি পরিষ্কার করে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

মৃদু ভূমিকম্প মেঘালয়ের দক্ষিণ গারোপাহাড় জেলায়

শিলং, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠছে মেঘালয়ের দক্ষিণ গারোপাহাড় জেলা ও সংলগ্ন এলাকা। আজ রবিবার বিকাল ০৪:৩৩:৩৩টায় রিখটার স্ক্যালে ৩.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে আতংকের সৃষ্টি হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায়। তবে ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আজ বিকাল ০৩টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল গারোপাহাড় জেলা (মেঘালয়)-র ভূগর্ভের ৫ কিলোমিটার গভীরে ২৫.২৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৯৪ দ্রাঘিমাংশে। সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে। গত ১৭ এপ্রিল ৩.৭ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল অসমের রাজধানী গুয়াহাটি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। তার আগের দিন ১৬ এপ্রিল মণিপুরে ৩.৬ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। এভাবে ২০ ফেব্রুয়ারি ৩.৬ প্রবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছে মণিপুরের তামংলং জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।

অনুরূপভাবে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলা। এছাড়া ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯-টা ২৬ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে কেঁপে উঠেছিল শিলং সহ রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার বিভিন্ন এলাকা। ওই দিন সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৩.৯ ধরা পড়েছিল। এভাবে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪.০ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল মধ্য অসমের হোজাই জেলা সদর এবং সিকিমের ইউকসোম শহর।

বদ্রীনাথ-কেদারনাথ ধামে হেলিকপ্টারে পুষ্প বৃষ্টি

গোপেশ্বর, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : বদ্রীনাথ-কেদারনাথে দরজা খোলার উপলক্ষ্যে ভক্ত ও তীর্থযাত্রীদের হেলিকপ্টারে ফুলের বৃষ্টি দিয়ে স্বাগত জানানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর ধামির নির্দেশে এই বিষয়ে একটি আদেশও জারি করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ধামির নির্দেশে, ক্যাম্প ঋষিকেশ এবং শ্রী গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রীর দরজা খোলার উপলক্ষ্যে তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানাতে হেলিকপ্টারে ফুল বর্ষণের পরে ২৫ এপ্রিল কেদারনাথ ধামের দরজা খোলা হবে। ২৭ এপ্রিল বদ্রীনাথ ধাম। তবে তীর্থযাত্রী-ভক্তদের স্বাগত জানাতে হেলিকপ্টারে করে ফুল বর্ষণ করা হবে। ফুল বর্ষণের এই অভিনব কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা বিডি সিংকে সরকার বিশেষভাবে মনোনীত করেছে।

রেওয়াতে জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

রেওয়া/ভোপাল, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : একদিনের সফরে আগামীকাল সোমবার রেওয়ায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের ৪ লক্ষ উপকারভোগীকে গৃহপ্রবেশ করাবেন এবং জল জীবন মিশনের ৭৮৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ের চারটি বড় গ্রুপ জল প্রকল্পের ভূমিপূজন করবেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্বামীত্ব যোজনার আওতায় দেশের এক কোটি ২৫ লাখ সুবিধাভোগীকে স্বামীত্ব সম্পত্তি কার্ড প্রদান করবেন।

এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদী ভার্চুয়াল মাধ্যমে রেওয়া থেকে ইটওয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন চলা ট্রেনটিকে ফ্ল্যাগ অফ করবেন এবং বিভিন্ন রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আগামীকাল সোমবার সকাল ১১:৩০ টায় মূল অনুষ্ঠানস্থল এসএএফ ময়দানে পৌঁছাবেন এবং প্রথমে এখানে বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন প্রদর্শনী পরিদর্শন করবেন। প্রধানমন্ত্রী সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে পৌঁছাবেন। অনুষ্ঠানে সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে ধরতি বলে পুকার নামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। এর পরে, কেন্দ্রীয়, পঞ্চায়েতি রাজ এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান দুপুর ১২:০৫ মিনিটে অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন। এর পরে, জিইএম পোর্টালটি পঞ্চায়েত স্তরে ১২:১০টায় সর্বসাধারণের জন্য চালু করা হবে। অনুষ্ঠানে, প্রধানমন্ত্রী মোদী অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের থিমে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব প্রচারের অধীনে একম অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ চালু করবেন।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে তছনছ অসমের বিভিন্ন প্রান্ত, মৃত্যু তিনজনের

গুয়াহাটি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : কালবৈশাখীর তাণ্ডবে তছনছ হয়ে গেছে অসমের বিভিন্ন প্রান্ত। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, ব্রজপাতে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, আপার আসামের তিনসুকিয়া জেলায় দুজন এবং নগাঁও জেলার কলিয়াবরে একজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত ডুমডুমার বরহাপজান এলাকার মোলানপথার গ্রামে গাছের চাপায় মৃত্যু হয়েছে বছর ৫৮-এর জনৈক বিজয় মানকির। গতকাল রাতে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসলে গৃহকর্তা দিনমজুর বিজয় মানকি স্ত্রী, ছেলে, ছেলেবউ, নাতি সহ ছয়জন ঘর থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। তখন একটি গাছের বিশাল ডাল বিজয় মানকির উপর আছড়ে পড়ে। গাছের চাপায় ঘটনাস্থলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রকৃতির তাণ্ডবে বড়ডুবি চা বাগানের ১ নম্বর লাইনের জনৈক দেবকুমার ঠাকুর (২৭)-এর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। জানা গেছে, জনৈক সতীর্থের সঙ্গে মোটর বাইকে ডুমডুমা থেকে স্বগৃহে যাচ্ছিলেন দেবকুমার। কিন্তু বাদলাবেটা চা বাগানের রাস্তায় আসার পর তাদের ওপর একটি গাছ উপড়ে পড়ে। দেবকুমার ঠাকুরের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর সতীর্থ আহত হয়েছেন। অন্যদিকে নগাঁও জেলার কলিয়াবরে বামুনি ভাটাবাড়িতে ব্রজপাতে মৃত্যু হয়েছে নুর মহম্মদ আলি নামের এক ব্যক্তির। স্নান করে বৃষ্টির মধ্যে ঘরে যাওয়ার সময় বজ্রপাত হয় তার ওপর, তে ঝলসে যান তিনি। ঘটনা গতকাল ঈদের সন্ধ্যায় সংঘটিত হয়েছে বলে খবর।

এদিকে উজান থেকে নিম্ন এবং বরাক উপত্যকার বিস্তীর্ণ এলাকা গত দুদিন ধরে দফায় দফায় তুফান, ঘূর্ণিঝড়, শিলবর্ষণ সহ প্রবল বৃষ্টিপাতে তছনছ হয়ে গেছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। উজান থেকে নিম্ন অসমের শতাধিক বাসিন্দার বাড়িঘর উড়িয়ে নিয়ে গেছে প্রবল ঝড়। শতাধিক গাছগাছালি উপড়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর গাছ কিংবা গাছের ডাল পড়ে যাওয়ায় অসংখ্য বিদ্যুতের খুঁটি ধরাশায়ী হয়েছে। ফলে শতাধিক গ্রাম বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাস্তায় গাছ পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বহু এলাকা। এছাড়া কৃষকদের ঝিঙা, মিষ্টিকুমড়ো, কুমড়ো জাতীয় মরশুমি সবজি খেতেরও বিস্তর ক্ষতি হয়েছে।

সবচেয়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে নগাঁও জেলার ধিং রাজস্ব সার্কলের অন্তর্গত বটদ্রবা মৌজার টুকটুকি, ধনিয়াভেটি, আমলকি, চমকা, ভেরভেরি, শালনাবাড়ি প্রভৃতি গ্রাম। এছাড়া বঙাইগাঁও জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায়ও আছড়ে পড়েছে কালবৈশাখী।

ডুমডুমা বঙ্গীয় বিদ্যালয় চত্বরে বিদ্যমান একটি বিশাল গাছ রোটারি রোডের ওপর উপড়ে পড়ে ওই রাস্তায় যাতায়ত ব্যাহত হয়ে পড়েছিল। তবে বন কর্মীরা গাছটি কেটে রাস্তা পরিষ্কার করেছেন।

কালিয়াগঞ্জে নিয়ে সঙ্ঘাতে দুই শিশু সুরক্ষা কমিশন

কালিয়াগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : এবার কালিয়াগঞ্জ নিয়ে সঙ্ঘাতে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই শিশু সুরক্ষা কমিশন। আবারও জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন (এনসিপিসিআর)-এর বিরুদ্ধে সরব রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন (ডাবলুবিসিপিসিআর)। জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানুনগো কিছু না জেনে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করছেন বলে অভিযোগ রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায়ের। পাশাপাশি জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন ১৪৪ ধারা ভেঙেছে বলেও অভিযোগ রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের।

রবিবার উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে গিয়েছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন। কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ওই কিশোরীর পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতে যান প্রিয়াঙ্ক কানুনগো। সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা সঙ্গে ঢুকতে গেলে বাধা দেয় পুলিশ। ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে বলেও জানায় তারা। এরইমধ্যে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন নির্য্যাতিতার বাড়িতে একাধিক সংবাদমাধ্যম নিয়ে ঢুকেছে বলে অভিযোগ তুলে টুইটারে ক্ষোভ উগরে দেয় রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনেরও অভিযোগ তোলে তারা। অন্যদিকে এদিনই জেলার অফিসারদের বৈঠকে ডাকেন কেন্দ্রীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানুনগো। পুলিশের সঙ্গেও কথা বলতে চান তিনি।

রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায় বলেন, "বারবারই ওরা নিয়ম ভাঙছে। কোনওভাবেই ওরা আমাদের কখনও জানায় না যে আসছে। আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা, কথাবার্তা ওরা বলে না। ওরা পুরোপুরি রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনকে এড়িয়ে যায়। নিয়মই হল সহযোগিতা করে কাজ করা। ওরা সেটা কখনওই করে না। প্রিয়াঙ্ক কানুনগো যে ধরনের মন্তব্য করে যাচ্ছেন, ঘটনা না জেনে, সেটা তো ভায়োলেশন। আর আজ উনি ১৪৪ ধারা রয়েছে এমন জায়গায় প্রেসের লোকজনকে গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছেন।"

আনন্দ মোহনের মুক্তি নিয়ে বিহার সরকারকে আক্রমণ করলেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী

লখনউ, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযোগ করলেন বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) সুপ্রিমো মায়াবতী।

তিনি বলেন, বিহার সরকারের মাফিয়া আনন্দ মোহনকে মুক্তি দেওয়া দলিত সম্প্রদায়ের জন্য অপমান।

রবিবার এই বিষয়ে টুইট করেছেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। এতে বিহারের নীতীশ সরকার অত্যন্ত সৎ জি কৃষ্ণাইয়া, যিনি অন্ধ্রপ্রদেশের (বর্তমানে তেলেঙ্গানা) মাহবুবনগরে বসবাসকারী একটি দরিদ্র দলিত সম্প্রদায় থেকে আইএএস হয়েছিলেন, তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আনন্দ মোহনকে মুক্তি দেওয়ার হয়। দেশজুড়ে দলিত নেতিবাচক কারণে তুমুল আলোচনায়।

তিনি আরও বলেন, আনন্দ মোহন বিহারের অনেক সরকারের বাধ্যবাধকতা ছিল, কিন্তু গোপালগঞ্জের তৎকালীন জেলাশাসক কৃষ্ণাইয়া হত্যা মামলা নিয়ে নীতীশ সরকারের দলিত-বিরোধী ও অপরাধপ্রবণ কাজ ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। বিহার সরকারের উচিত তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা।

নন্দীগ্রামে সিপিএমের দেওয়াল লিখনে কালি লেপে দেওয়ার অভিযোগ

নন্দীগ্রাম, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে সিপিএমের দেওয়াল লিখনের ওপর কালি লেপে দেওয়ার অভিযোগ। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বয়াল পঞ্চায়েতের মঙ্গলক বুথ এলাকায়। এ নিয়ে তৃণমূল এবং বিজেপিকে একত্রে নিশানা করেছে সিপিএম। যদিও এই কালি লেপার ঘটনার দায় নিতে নারাজ ওই দুই দল। তারা সিপিএমের অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে। গোটা ঘটনায় রাজনৈতিক শোরগোল শুরু হয়েছে নন্দীগ্রামে।

সিপিএমের পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা কমিটির সদস্য পরিতোষ পট্টনায়েকের কথায়, "নন্দীগ্রামে বিজেপি এবং তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। যার ফলে বিজেপি তৃণমূলকে 'সেট' করে এবং তৃণমূল বিজেপিকে 'সেট' করে চলতে চাইছে।

কিন্তু মানুষ এখন ঐক্যবদ্ধ। দুই দলের বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে মানুষ।" তিনি আরও বলেন, "এখন এলাকায় এলাকায় বামেদের সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে। তাই কোথাও কাদা এবং কালি লেপে দেওয়া হচ্ছে।" সিপিএমের দাবি, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে নন্দীগ্রামে আবারও ঘুরে দাঁড়াতে চলেছে বামেরা। তাই শাসকদল ভয় পেয়েছে।

যদিও গোটা ঘটনার দায় ঝেড়ে ফেলে তৃণমূলের নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, "সিপিএমের দেওয়াল লিখন কে লিখল, কে মুছল, তার সঙ্গে আমাদের দলের কোনও সম্পর্ক নেই।" বাপ্পাদিত্যের কটাক্ষ, "নন্দীগ্রামের গণহত্যার ইতিহাস আজও এলাকাবাসীর মনে টাটকা। তাই নন্দীগ্রামে দেওয়াল লিখনের নৈতিক অধিকারই নেই সিপিএমের।

বামেদের মনে করাতে চাই, গণতান্ত্রিক ভাবে তারা লড়াই করতেই পারে। কিন্তু নন্দীগ্রামে নৈতিক ভাবে ওরা অপাঙ্‌ক্তেয়। তাই মিথ্যে অভিযোগ করে খবরের শিরোনামে থাকতে চাইছে ওরা।" নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা প্রলয় পাল বলেন, "বিজেপি সৌজন্যের রাজনীতি করে। এই কাজ সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। যারা এই কালি লেপে দেওয়ার কাজ করেছে, তাদের সমর্থন করি না। প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।"

বাংলায় দীর্ঘ বাম শাসনে নন্দীগ্রামকে 'বাম দুর্গ' হিসেবেই দেখা হত। গোটা নন্দীগ্রামের কোথাও বিরোধী-অস্তিত্ব ছিল না। ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামের সাড়ে ১২ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করে এখানে এসইজেড আইনের মাধ্যমে মেগা কেমিক্যাল হাব গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় বামফ্রন্ট সরকার। আর এতেই বেঁকে বসে এলাকাবাসী। নন্দীগ্রাম জুড়ে জমি বাঁচাতে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী আন্দোলন।

এই আন্দোলনই ২০১১ সালে এ রাজ্যে তৃণমূলকে ক্ষমতায় আসার ভিত প্রস্তুত করে দিয়েছিল। তবে পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে নিয়োগ দুর্নীতি, বেকারত্ব-সহ নানা ইস্যুকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছে বামেরা। নন্দীগ্রামেও একের পর এক সভা করছে সিপিএম। তাই প্রায় নিত্যদিন রাজনৈতিক চাপান-উতোরের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে সেই নন্দীগ্রাম।

নামল পারদ, আগামীকাল থেকে খুলছে স্কুল-কলেজ

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : বিগত কয়েকদিন ধরে লাগাতার তাপপ্রবাহ এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে ছুটি ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার পরেই শিক্ষা দফতর থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় যে হয়েছিল যে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত সরকারি বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। কিন্তু সিলেবাস শেষ করার জন্য অনেক স্কুল কলেজে অনলাইন পঠন পাঠন শুরু করেছিল। এবার গত সপ্তাহে নির্দেশিকা জারি করার সময়ই বলা হয়েছিল তাপপ্রবাহের জন্য এক সপ্তাহের ছুটি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই মুহূর্তে পরিস্থিতি আগের তুলনায় ভালো হয়েছে এবং সব জেলাতেই বৃষ্টির দেখা মিলেছে তাই সোমবার থেকে সমস্ত স্কুল কলেজ খুলে যাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত রবিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের স্কুল গুলি ছাড়া ২২ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত স্কুল বন্ধ থাকবে তাপপ্রবাহের কারণে। পাশাপাশি জানানো হয়েছিল, আগামী বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধই থাকবে। কিন্তু শনিবার এনিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। তাই স্কুল খোলা হবে কি না সেই নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ২ মে থেকে গ্রীষ্মের ছুটি পড়ার কথা রাজ্যে। এই আবহে অনেক স্কুলেই একাদশ শ্রেণির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা এখনও সম্পন্ন হয়নি। এদিকে কিছু স্কুলে কয়েকটি স্কুলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ফার্স টার্ম পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়নি। এই আবহে আগামী সপ্তাহের মধ্যে এই সব শেষ করতে হবে। নয়ত পড়ুয়ারা পিছিয়ে পড়বে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মেনে চললে ডায়াবেটিস ক্যানসার এড়িয়ে যেতে পারবেন

বিশ্বের সবথেকে উন্নত মানের গবেষণা যে কয়েকটি জায়গায় হয় তার মধ্যে অন্যতম হল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রচুর বিষয় নিয়ে নিয়মিত গবেষণা হয় এখানে। ২০১১ সালে হার্ভার্ড এর পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা এবং চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ হার্ভার্ড হেলথ পাবলিকেশন্সের গবেষকদের সঙ্গে জুটি বেঁধে বিশেষ একটি ডায়েট প্ল্যান আনেন।

আমেরিকা সহ গোটা বিশ্বেই হার্টের সমস্যা, ক্যানসার এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস বাড়ছে। আর তাই এই সব রোগ রুখে ডিতেই বিশেষ এই ডায়েট প্ল্যানটি বানিয়েছেন হার্ভার্ডের গবেষকরা। মানুষের আয়ু আগের থেকে কমেছে। বেড়েছে রোগজ্বালাও। যে কারণে এশন সকলেই দীর্ঘায়ু হতে চাইছেন। সেই সঙ্গে শরীর যাতে সুস্থ থাকে তাও কাম্য। যে কারণে এমন ডায়েট প্ল্যান বেছে নিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাতে সকলেই সুস্থ থাকতে পারেন।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং পুষ্টিবিদরা একসঙ্গে মিলে এই বিশেষ ডায়েট প্ল্যানটি বানিয়েছেন। সুষম আহার কী এবং রোজ কীভাবে আপনার প্লেট সাজিয়ে নেবেন সেই পরামর্শই দেয় এই ডায়েট। খাবারের মধ্যে অর্ধেক রাখতে হবে ফল আর সবজির জন্য। সেই সঙ্গে গোটা শস্য আর স্বাস্থ্যকর প্রোটিনও রাখতে হবে সেই তালিকায়।

একটা গোটা প্লেটের অর্ধেক জুড়ে রাখুন ফল আর শাকসবজি। এমন ভাবে ডায়েট প্ল্যান করুন যাতে ফল আর সবজি দুই থাকে আপনার পাতে। আর সেই সব সবজি যাতে রঙিন হয় সেইদিকেও কিন্তু নজর রাখতে হবে। গাজর, রাঙা আলু, বিনস, ব্রকোলি, মটরশুঁটি, ক্যাপসিকাম এসব বেশি করে খেতে হবে। রোজ একটা করে যে কোনও শাক খেতে হবে। যে খাবারই খান না কেন তা ভাল করে চিবিয়ে খেতে হবে। তবেই সেই খাবারের পুষ্টিগুণ শরীরের কাজে লাগবে। এছাড়াও গোটা শস্যও খেতে হবে। গোটা শস্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, ফাইটোকেমিক্যাল, খনিজ থাকে। যা শরীরের অনেক রকম কাজে লাগে। ওটস, কুইনোয়া, গম, ব্রাউন রাইস, যব এসব খেতে হবে। এছাড়াও প্রোটিনের মধ্যে রোজ খান মাছ, চিকেন, বিভিন্ন ডাল, ডিম এবং বাদাম। যে কোনও প্রসেসড মাংস যেমন হ্যাম, বেকন, সসেজ, সালামি একদম বাদ দিতে হবে ডায়েট থেকে।

রান্নায় স্বাস্থ্যকর তেল ব্যবহার করতে হবে এবং তার পরিমাণও যেন সামিত থাকে। মার্জারিন ব্যবহার করা যাবে না। সোয়াবিন, ভুট্টার তেল, সূর্যমুখীর থেকে প্রাপ্ত তেল, ক্যানোলা অয়েল এবং অলিভ অয়েল ব্যবহার করুন রান্নায়। দিনের মধ্যে তিনকাপ দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বার্ভার্ডের গবেষকরা। তবে সেই দুধে চিনি মেশানো চলবে না। এছাড়াও দুধ চা বা কফি এড়িয়ে যান। লিকার চা, ব্ল্যাক কফি এসব খান। যাদের দুধে সমস্যা রয়েছে তারা ফ্রেশ জুস খান। এই জুসে কোনও রকম চিনি মেশানো চলবে না।

অতিরিক্ত টমেটো সস খেলে যেসব ক্ষতি হতে পারে আপনার

সস দিয়ে সিঙ্গারা- সমুচা- চপ- পেঁয়াজু খেতে অনেকেই ভালোবাসেন। এমনকি সকালের নাস্তাতেও অনেকের সস চাই-ই চাই। টিফিন বা ব্রেকফাস্টে যা খাচ্ছেন সবকিছুর সাথেই কি সস নিয়ে খেতে বসে পড়ছেন। বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে একটু আধটু সস খাওয়া তেমন দোষের কিছু নয়। কিন্তু অনেকেই একটু বেশি পরিমাণেই খেয়ে থাকেন।

এর ফলে যে শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

টমেটো সস টমেটো দিয়ে তৈরি হয় বলে এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। আর এটি চিজ বা মেয়োনিজ ডিপের তুলনায় ক্যালোরি কম বহন করে। কিন্তু তা সত্বেও সবকিছুর সাথেই সবসময় টমেটো সস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই ঠিক নয়। সস যখন তৈরি করা হয় তখন তার মধ্য থাকে লবণ, নানা রকমের মশলা, সিরাপ ও চিনি।

সস তৈরি করতে যে সিরাপ ব্যবহার হয়, তাতেও স্থূলতা, ডায়াবেটিস বা ফ্যাটি লিভারের মতো নানা রকম রোগও দেখা দিতে পারে শরীরে। তাই এক চা চামচ সস খেলে তেমন ক্ষতি না হলেও, কী দিয়ে খাচ্ছেন, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই ওজন কমানোর সময়ে সস খাওয়া যতটা মুশকিলের, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ততটাই বিপজ্জনক।

তাই বলে সস ছাড়াই খেতে হবে, তা নয়। বাড়িতেই যদি কম লবণ এবং চিনি বা সিরাপের বদলে গুড় কিংবা মধু দিয়ে টমেটো সস বানিয়ে নিতে পারেন, তা হলে সেটা অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত হবে। এবং এই সস আপনি নির্দ্বিধায় ইচ্ছেমতো খেতেও পারবেন।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজার চলতি প্যাকেটজাত টমেটো সসে ফাইবার কিংবা প্রোটিন নেই বললেই চলে। অনেক সময় টমেটো ছাড়াই এ ধরনের সস তৈরি হয়। শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ায় টমেটো সস। এতে প্রচুর পরিমাণে লবণ, চিনি, ফ্রুকটোস কর্ন সিরাপ এবং প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয়। এসব উপাদান আমাদের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষতি করতে পারে। অধিক পরিমাণে টমেটো সস খেলে ওবেসিটির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। টমেটো সসে থাকা উচ্চ পরিমাণে চিনি এবং প্রিজারভেটিভ শরীরে ফ্যাটের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

অত্যধিক টমেটো সস খেলে হজমের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এ ছাড়াও পাকস্থলীর নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। টমেটো সসের ব্যবহার আমাদের শরীরে বিভিন্ন অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ থেকে পুষ্টিবিদরা বাজারের কেনা টমেটো সস ছাড়াই স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। যে খাবারে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে কিংবা স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, তেমন খাবার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। পাশাপাশি নিয়মিত শরীরচর্চা করারও পরামর্শ তাদের। যাতে এই সময়ে শরীরে কোনো রোগ বাসা বাঁধতে না পারে।

সসের বিকল্প হিসেবে পুদিনা-ধনেপাতার চাটনি বানিয়ে রাখতে পারেন। কিংবা জল ঝরানো দইয়ের মধ্যে রসুন আর পেঁয়াজকলি দিয়ে অত্যন্ত সুস্বাদু ডিপ বানিয়ে নিতে পারেন। ভাজাপোড়া খাওয়ার সময়ে এই স্বাস্থ্যকর ডিপ দারুণ লাগে খেতে। ১৭ গ্রাম সসের মধ্যে থাকে ১৯ ক্যালোরি। কিন্তু এই সস যখন ভাজাভুজির সাথে খাওয়া হয় তখন এর মধ্যে ক্যালরির পরিমাণ কিন্তু অনেকটা বেড়ে যায়। শুধু ক্যালোরি নয়, তার সাথে পাল্লা দিয়ে শরীরে বাড়ে লবণের পরিমাণ। এতে উচ্চ রক্তচাপ ও নানা রকম শারিরীক সমস্যার সূত্রপাত হয়।

ঘরোয়া উপায়ে করুন আপনার আঁচিলের সমাধান

অনেকেরই মুখ-সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে আঁচিলে ভর্তি থাকে। শরীরের এখানে-সেখানে আঁচিল একেবারেই দেখতে ভালো লাগে না। ওষুধ খেলে যেমন আঁচিল সেরে যায়, তেমনই খুব বেশি সমস্যা হলে অপারেশনও করাতে হয়। আঁচিলের ধরন বুঝে চিকিৎসা করেন বিশেষজ্ঞরা। তবে কিছু ঘরোয়া উপায়েও দূর করা যায় আঁচিল।

তাই আঁচিল হলে চিন্তা না করে বরং প্রয়োগ করে দেখুন এই ঘরোয়া উপাদানগুলো. যেখানে আঁচিল হয়েছে সেখানে কয়েক ঘণ্টা টি ট্রি অয়েল লাগিয়ে রেখে দিন। ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা টি ট্রি অয়েল মিশিয়ে আঁচিলে লাগান। এই পদ্ধতিটি প্রতিদিন দুই থেকে তিন বার পুনরাবৃত্তি করুন। ভিটামিন ই ক্যাপসুল থেকে তেল বের করে আঁচিলে লাগান। তারপর এর উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে সারারাত রেখে দিন। কমপক্ষে টানা দুই সপ্তাহ এটি করুন। ফল মিলবে হাতেনাতে। ক্যাস্টর অয়েলও আঁচিল তুলতে বেশ কার্যকর। আঁচিল অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন সেই জায়গায় ক্যাস্টর অয়েল লাগাতে থাকুন। অল্প জলে দুই ফোঁটা অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণে তুলো ভিজিয়ে আঁচিলের জায়গায় ১৫ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। কমপক্ষে টানা দুই সপ্তাহ এটি করুন। অ্যালোভেরা পাতা থেকে জেল বের করে নিন। আঁচিলের উপর প্রতিদিন ফ্রেশ অ্যালোভেরা জেল লাগান। কিছুদিন পর নিজেই দেখতে পাবেন ফলাফল।

আপনাকে সুস্থ রাখবে রান্না ঘরের যেকয়েকটি জিনিস

খাবার প্লেটে থাকা প্রয়োজন পুষ্টিকর সব উপাদান। তবে প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবনে পুষ্টির সঠিক সমন্বয় করতে না পারলে জ্বর, সর্দি- কাশির মতো বিভিন্ন রোগে ভুগতে হয়। কিন্তু রান্নাঘরের মধ্যেই রয়েছে এমন সব জিনিস যা দিয়ে এই ধরনের রোগ দূরে রাখা সম্ভব।

সুস্থ থাকতে রান্নাঘরের এই টোটকাগুলো জেনে নিন-

বেকিং সোডা- বেকিং সোডার ব্যবহার ছোটখাটো পোকামাকড়ের কামড়ের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। এর পরিমিত ব্যবহার আপনাকে চুলের খুশকির হাত থেকেও বাঁচাবে।

মধু- ঠাণ্ডায় খুসখুসে কাশির হাত থেকে আরাম পেতে সাহায্য করে মধু। এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট নামে এমন একটি উপাদান রয়েছে, যা ত্বক, জন্যেও এর সুনাম আছে। উষ্ণ জলের সঙ্গে এক বা দু চামচ মিশিয়ে খেলে পেটের সমস্যা দূরে থাকে।

হলুদ- হলুদে কারকুমিন নামে একটা সক্রিয় উপাদান রয়েছে, আমাদের শরীরের ওপর যার অ্যান্টি- ইনফ্লেমেটোরি প্রভাব রয়েছে। আমাদের লিভারকে শান্ত করার ক্ষেত্রে হলুদ চা আপনার জন্য আদর্শ।

লবণ- লবণ শুষ্ক ত্বক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। আমাদের শরীরের সংবেদনশীল এলাকা বাদ দিয়ে, ত্বক কেমন তার ওপর ভিত্তি করে এটি ভালোভাবে কাজ করতে পারে। শসা- ত্বকের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি চোখের ফোলা কমায় শসা। এটি হজম সমস্যা মোকাবেলা করতেও সাহায্য করে।

আপেল- এই কথা সবাই জানে

পেটের সমস্যা এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ভালো। এমনকি আদা দিয়ে মধু খেলে ঠাণ্ডায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

লেবু- লেবুর গুণাগুণ কম-বেশি আমাদের সকলেরই জানা। ত্বকের যত্ন থেকে শুরু করে হজমের জন্য লেবুর যেমন ইতিবাচক ব্যবহার আছে, তেমনি ত্বকের দাগ তুলতেও লেবু বহুল পরিচিত। পরিমিত পরিমাণে লেবুর রস খুশকির হাত থেকে আমাদের চুলকেও রক্ষা করবে। অ্যাপল সাইডার ভিনেগার- অ্যাপল সাইডার ভিনেগার হজমকে ঠিক করার জন্য বা গ্যাস্ট্রিক সমস্যার চিকিতার জন্য উপযোগী। এমনকি হৃদরোগ ভালো করার যে 'দিনে একটি আপেল চিকিতককে দূরে রাখে।'' আপেল আমাদের পি এইচ লেভেলকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে এবং এর পেকটিন ফাইবার পেটের অ্যাসিডকে শোষণ করতে সহায়তা করে। এ ছাড়া হজমের সমস্যা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে এই ফলটি। নারকেল তেল- নারকেল তেল একটি গুরত্বপূর্ণ ময়েশ্চারাইজার। যা আমাদের কনুই, পা, বা ত্বকের জন্যে ভালো কাজ করে। এটি মেকআপ তোলার জন্যও সমানভাবে কার্যকরী পেঁয়াজ-পেঁয়াজের রস চুল পড়া ঠেকাতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে নতুন চুল গজানোর ক্ষেত্রেও সমান ভূমিকা পালন করে এই পেঁয়াজ।

রক্তশূন্যতা ছাড়া আরও কোনো জটিল রোগে ভুগছেন ?

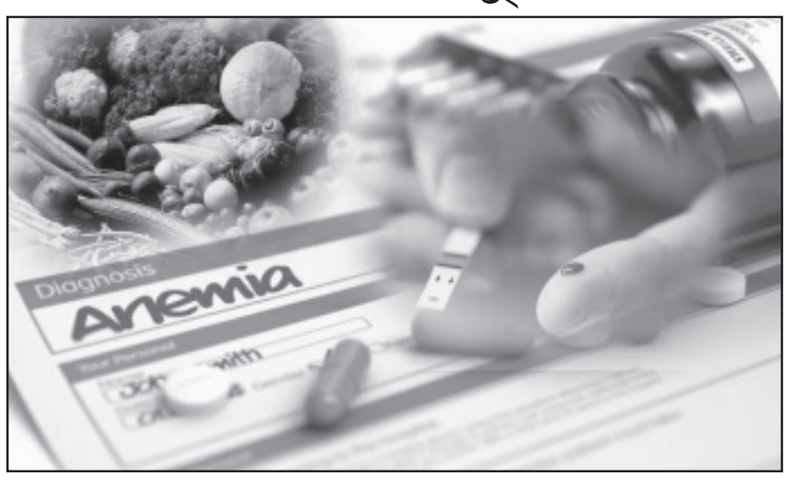

গ্রামগঞ্জে যত্রতত্র দেখা যায় কলমিশাক। তবে শহর এলাকায় এই শাকের দাম হয়। দামে শস্তা কিন্তু পুষ্টিতে ভরা। অনেক ক্ষেত্রে থানকুনি, কচু ও পুঁইশাকের চেয়েও এর পুষ্টিগুণ বেশি। স্বাদেও ভালো এই শাক। কলমিশাকের ভাজি অথবা ঝোল রান্নার প্রচলন রয়েছে। কলমিশাক আঁশজাতীয় একটি খাবার। এই শাকের রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ।

এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি, সি, ক্যালসিয়াম, লোহা ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান। ১০০ গ্রাম কলমিশাকে রয়েছে- আমিষ ১ দশমিক ৮ গ্রাম, শর্করা ৯ দশমিক ৪ গ্রাম, ভিটামিন বি-১ শূন্য দশমিক ১৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২ অর্থাতরিবোফ্লোবিন শূন্য দশমিক ৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি ৪২ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০৭ মিলিগ্রাম, লোহা ৩ দশমিক ৯ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১০ হাজার ৭৪০ মাইক্রোগ্রাম ও খাদ্যশক্তি ৪৬ কিলোক্যালরি।

কলমিশাক বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। এর রয়েছে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা। নিয়মিত কলমিশাক খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যও দূর হয়। এছাড়া অন্য যেসব উপকারে আসে এই কলমিশাক :

হাড় ও দাঁত মজবুত করে

কলমিশাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। যা হাড় ও দাঁত মজবুত করতে সাহায্য করে। তাই ছোটবেলা থেকেই শিশুদের কলমিশাক খাওয়ালে তাদের আর বাজারের প্রচলিত চটকদার ফুড সাপ্লিমেন্টের দরকার হয় না।

চোখ ভালো রাখে

কলমিশাক চোখের জন্য বিশেষ উপকারী। এতে অধিক পরিমাণে ক্যারোটিন রয়েছে। এ ক্যারোটিন থেকে আমাদের দেহে ভিটামিন-এ তৈরি হয়। যা দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে।

রোগ প্রতিরোধক

কলমিশাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি। এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং যা শরীরের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে। এর ভিটামিন বি-১ স্নায়ুতন্ত্রকে সবল ও স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে।

শারীরিক দুর্বলতা কাটায়

কলমিশাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশক্তি থাকায় শারীরিক দুর্বলতা দ্রুত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। রোগীদেরকে দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য তাই কলমিশাক খাওয়ানো যায়।

হজম সহায়ক

কলমিশাক মূলত আঁশ জাতীয় খাবার। এই আঁশ খাদ্য হজম, পরিপাক ও বিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে। তাই নিয়মিত কলমিশাক খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

রক্তশূন্যতা দূর করে

কলমিশাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে লৌহ থাকায় রক্তশূন্যতার রোগীদের জন্য দারুণ উপকারী। শরীরে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ ঠিক রাখতেও এই শাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মহিলাদের শারীরিক সমস্যায়

মহিলাদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় সমস্যায় দ্রুত কাজ করে কলমিশাক। জন্মের পর শিশু মায়ের বুকের দুধ না পেলে মাকে কলমিশাক রান্না করে খাওয়ালে শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পাবে।

তবে যাদের ইউরিক এসিডের সমস্যা এবং কিডনি সমস্যা আছে, তারা কলমিশাক খাবেন না।

কিডনি রোগ ও মৃত্যুর ঝুঁকি দ্বিগুন বাড়িয়ে তোলে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ

খাবারদাবারে অনিয়ম হলেই পেটে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটি অন্যতম। দেখা যায়, ভাজাপোড়া খাবার খেলে কিংবা পরিমাণে একটু বেশি খেলেই এই সমস্যা সৃষ্টি হয়। এছাড়া খাওয়ার আগে বা পরে অনেকেরই বুক জ্বালাপোড়া করে। অথবা পেটব্যথা করে। আবার অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকলেও পেটব্যথা করে।

অনেকের খাওয়ার পর পর বমি বমি ভাব হয়। এছাড়াও খাবারে ভেজালের কারণে ছোট-বড় সব বয়সেই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দিতে পারে। এটি মূলত পরিপাকতন্ত্রের ব্যাঘাতজনিত একটি উপসর্গ।

গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে চিকিতকের পরামর্শ ছাড়াই অধিকাংশ মানুষ ওষুধ সেবন করেন। সাময়িক প্রশান্তির জন্য ওষুধকে কার্যকর মনে করা হলেও এসব ওষুধ সেবনে কিডনিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে বলে সতর্ক করেছেন গবেষকরা। গবেষকরা জানিয়েছেন, প্রোটন পাম্প ইনহিবিটরস (পিপিআইএস) জাতীয় ওষুধ দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ তৈরি করে। নিউইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক অধ্যাপক প্রদীপ অরোরা ও তার গবেষক দল ৭১ হাজার ৫১৬ রোগীর পরীক্ষা করেন, যাদের মধ্যে ২৪ হাজার ১৪৯ জন দীর্ঘমেয়াদি কিডনি সমস্যায় আক্রান্ত। এসব রোগীর মধ্যে ২৫ শতাংশ পিপিআইএস জাতীয় অর্থাতগ্যাস্ট্রিক থেকে নিরাময় পেতে ওষুধ সেবন করেছেন।

পিপিআই জাতীয় ওষুধ ব্যবহারকারীদের ১০ শতাংশের কিডনি রোগের ঝুঁকি বাড়ায় এবং ৭৬ শতাংশের ক্ষেত্রে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। প্রদীপ অরোরা বলছেন, রোগীদের বড় একটা অংশ পিপিআইএস জাতীয় ওষুধ সেবন করেন। যারা স্বাস্থ্য সেবা দেন তাদের এ জাতীয় ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা উচিত গ্যাস্ট্রিক প্রতিকারে করণীয়পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন। ধূমপান থেকে বিরত থাকুন। নিজেকে প্রফুল্ল ও হাসিখুশি রাখুন। নির্দিষ্ট সময় পর পর অল্প অল্প করে খাবার গ্রহণ করুন ও জল পান করুন। বিভিন্ন খাদ্য উপাদান যেমন শসা, আদা, লবঙ্গ ইত্যাদি খেলে পেটে গ্যাস তৈরি হয় না। তেল, চর্বি ও মশলাযুক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন, তবেই গ্যাসের সমস্যা হবে না। নিয়মমাফিক জীবনযাপন করুন। প্রতিদিন নিয়ম করে নির্দিষ্ট সময় হাঁটাচলা ও ব্যায়াম করুন। এতে পেটে গ্যাস জমবে না। দই অথবা টক দই গ্রহণ করুন। এতে আছে প্রোবায়োটিক উপাদান যা হজমশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ও গ্যাস কমিয়ে রাখে।

ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে চাইলে অবশ্যই খেয়াল রাখুন এসব বিষয়

এখনকার যুগে ক্যান্সার একটি কমন রোগ।প্রায়ই শোনা যায় বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সারের কথা। ঠিক তেমনি নারীদের ক্ষেত্রে বেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি থাকে।এই ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে যেসব নারীর মেনোপজ হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দৈনিক এক ঘণ্টা হাঁটা বা ব্যায়াম করলে এই ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে।

গবেষকরা জানিয়েছেন যেসব নারীরা প্রতিদিন ১ঘন্টা করে হাটেন,তাদের ক্ষেত্রে বেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক কম।গবেষকরা বলছেন, দৈনিক এক ঘণ্টা হাঁটলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ১৪ শতাংশ এবং ব্যায়াম করলে ২৫ শতাংশ ঝুঁকি কমে।

যেসব নারীরা একদমই হাঁটাচলা করেন না,এমন নারীর চেয়ে যারা মোটামুটি হাঁটাচলা করেন তাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি ১৪ শতাংশ কম দেখা গেছে। গবেষণায় অংশ নেওয়া নারীদের ৪৭ শতাংশ, যারা দৈনিক গড়ে এক ঘণ্টা বা সপ্তাহে সাত ঘণ্টার মতো হেঁটেছেন তাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমেছে ১৪ শতাংশ।

আজ হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু

হিসার (হরিয়ানা), ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : আগামীকাল সোমবার হিসারে হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (এইচএইউ) সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন ও আশেপাশের এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমাবর্তনে প্রধান অতিথি থাকবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন চ্যান্সেলর তথা গভর্নর বান্দারু দত্তাত্রেয়। বিশেষ অতিথি থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল এবং বিশেষ অতিথি থাকবেন কৃষিমন্ত্রী জেপি দালাল। দ্রৌপদী মুর্মু তৃতীয় রাষ্ট্রপতি যিনি হিসারে আসছেন। বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে রাষ্ট্রপতি সমাবর্তনে যোগ দেবেন। বিকেল ৪.৫০ মিনিটে তিনি অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করবেন। এডিজিপি শ্রীকান্ত যাদব সহ রাষ্ট্রপতি ভবনের আধিকারিকদের একটি দল পরিদর্শন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে সকাল ও সন্ধ্যায় হাঁটার জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আগামীকাল দুপুর ১.১৫ মিনিটে রাষ্ট্রপতি হেলিকপ্টারে পৌঁছাবেন। তাঁকে স্বাগত জানাবেন রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল এবং অন্যরা।

সমাবর্তন মঞ্চে চারটি চেয়ার রাখা হবে। করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট ছাড়া শিক্ষার্থীদের প্রবেশ করা যাবে না।

সমাবর্তনে ৮৬৫ গ্রাজুয়েটকে ডিগ্রি প্রদান করা হবে। ১ আগস্ট, ২০২১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষা শেষ করেছে, তাদের মধ্যে ২৯০ জনকে স্নাতক, ৪৪৭ জনকে স্নাতকোত্তর এবং ১২৮ জনকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হবে। এছাড়াও ১২৪জন সেরা পারফরম্যান্স শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য ড্রেস কোড নির্ধারণ করা হয়েছে।

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।

রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকা। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে ডিব্রুগড়ে অবতরণ খালিস্তানি নেতা অমৃতপালের

ডিব্রুগড় (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : পঞ্জাব পুলিশ, সিআরপিএফ এবং অন্যান্য নিরাপত্তারক্ষীদের নিশ্ছিদ্র বলয়ে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে ডিব্রুগড় বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা অমৃতপাল সিং। বিমানবন্দর থেকে তাকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয়েছে ডিব্রুগড়ের কেন্দ্রীয় কারাগারে। থাকবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি আইনের (এনএসএ) অধীনে।

কথা ছিল, সকাল সাড়ে ১১টায় (আজ রবিবার) অমৃতপাল সিংকে নিয়ে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমান অবতরণ করবে ডিব্রুগড়ের মোহনবাড়ি বিমানবন্দরে। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন নির্দিষ্ট সময়ের পরিবর্তে বিমানটি বেলা ১২:৪০ মিনিটে অবতরণ করেছে। বিমানবন্দর থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন 'ওয়ারিস পাঞ্জাব দে'-প্রধান অমৃতপালকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয়েছে ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারে।

এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে কারাগারের ভেতরে ও বাইরে বহু স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসম পুলিশ ও সিআরপিএফ রয়েছে পাহারায়। কারাগারের ভিতরে ও বাইরে প্রথম থেকেই ৫২টি সিসিটিভি ক্যামেরা সংস্থাপিত ছিল। অতিরিক্তভাবে আরও ১২ সিসিটিভি ক্যামেরা সংস্থাপন করা হবে, জানা গেছে জেলা পুলিশের সদর দফতর সূত্রে। প্রসঙ্গত, ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারে ইতিমধ্যে অমৃতপালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী পাপালপ্রীত সিং, তার কাকা তথা 'ওয়ারিস পাঞ্জাব দে'-র অর্থদাতা এবং মিডিয়া উপদেষ্টা হরজিত সিং সহ নয় সদস্য বন্দি রয়েছে। তারা যথাক্রমে দলজিৎ কালসি, বসন্ত সিং, গুরমিত সিং ভুখানওয়ালা, ভগবন্ত সিং, কুলবন্ত সিং ধলিওয়াল, গুরিন্দর পাল সিং এবং বারিন্দর সিং।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ডিব্রুগড় কারাগারে ৬৮০ জন বন্দি থাকার বন্দোবস্ত রয়েছে। এই কারাগার নিরাপত্তাজনিত কারণে অত্যন্ত সুরক্ষিত বলে দাবি করা হয়। কারা কর্তৃপক্ষের মতে, ডিব্রুগড় কারাগার হল রাজ্যের সবচেয়ে সুরক্ষিত কারাগার এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাচীনতম কারাগার। এই কারাগারে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম-ইন্ডিপেনডেন্ট (আলফা-আই)-এর বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে সময় রাখা হয়েছিল।

সুদূর পঞ্জাব থেকে অসমে কেন খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এনে রাখা হচ্ছে, কয়েকদিন আগে সাংবাদিকদের এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেছিলেন, 'অমৃতপালের সহযোগীদের ডিব্রুগড় কারাগারে স্থানান্তরের বিষয়টি কেবলমাত্র পুলিশ-টু-পুলিশ কো-অপারেশনের অংশ। এ ঘটনাই প্রথম নয় যে এক রাজ্যের অপরাধী বা পলাতককে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

দীর্ঘ ৩৬ দিন ধরে ফেরার থাকার পর অবশেষে রবিবার ভোরবেলা পুলিশের হাতে গ্রেফতার খালিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিং। মোগা পুলিশ পঞ্জাবের মোগা শহর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে। কয়েকটি সূত্রের দাবি, অমৃতপাল নিজেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

'ওয়ারিশ পঞ্জাব দে' সংগঠনের নেতা অমৃতপালের খোঁজে পঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল পুলিশ। অভিযোগ, অমৃতসরের কাছে অজনলা থানার লকআপে বন্দি সঙ্গীকে ছাড়ানোর জন্য কয়েকশো জনকে নিয়ে ১৮ মার্চ হামলা চালান অমৃতপাল এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী পপলপ্রীত সিংহ। ওই ঘটনার পর থেকেই দু'জন পলাতক ছিলেন।

তবে ১০ এপ্রিল পপলপ্রীতকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অমৃতপাল অধরাই ছিলেন। এ বার পুলিশের জালে তিনি।

এদিন ভোরবেলা অমৃতপালকে গ্রেফতার করা হয় বলে খবর। মোগা পুলিশ এই গ্রেফতারির বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য জানায়নি। তবে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, অমৃতপালকে অসমের ডিব্রুগড়ের জেলে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। সেখানে তাঁর অন্য সহকারীদেরও রাখা হয়েছে। অমৃতপালের দলের আরও আট সদস্যকে অসমের কারাগারে রাখা হয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা আইনে অমৃতপালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পঞ্জাব পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের মিলিত প্রচেষ্টায় এই গ্রেফতারি সম্ভব হয়েছে বলে দাবি কয়েকটি সূত্রে।

আজ ভোরে পুনে-বেঙ্গালুরু হাইওয়েতে ট্রাক-বাসের সংঘর্ষে চারজন হত

মুম্বই, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : মহারাষ্ট্রের পুনেতে আজ রবিবার ভোর ৩টার দিকে পুনে-বেঙ্গালুরু মহাসড়কে একটি ট্রাক ও একটি প্রাইভেট বাসের মধ্যে সংঘর্ষে চারজন মারা গিয়েছেন। এছাড়া এই দুর্ঘটনায় ২২ জন আহত হয়েছেন। বাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ট্রাকটি উল্টে যায়। পুলিশের পক্ষ থেকে এ খবর জানানো হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাক ও বাসের মধ্যে সংঘর্ষের পর লোকজনের মধ্যে হৈচৈ পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহগুলো গাড়ি থেকে বের করে আনা হয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রাতভর মৃত রোগীর চিকিৎসা! মালদার নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ পরিবারের

মালদা, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : মালদার নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে মৃত রোগীকে জীবিত বলে সারারাত চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মৃতের পরিবার। এই ঘটনায় রবিবার মালদাহ শহরের গৌড় রোডের ওই নামী নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশসূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম বনমালী সরকার। গাজোল থানার শিক্ষক পল্লির বাসিন্দা ছিলেন তিনি।বনমালীবাবুর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অসুস্থ অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে শনিবার গৌড় রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। রাতে নার্সিংহোম থেকে ফোন করে বলা হয় রক্ত লাগবে। রাতে না দিতে পারলেও সকালের মধ্যে রক্ত জোগাড় করে দিলে হবে বলেও নার্সিংহোমের তরফে জানানো হয়। রবিবার সকালে পরিবারের লোকেরা জোর করে নার্সিংহোমের ভেতর ঢুকে দেখতে পান তাদের রোগী মারা গেছে।

বনমালীবাবুর জামাই সানি দত্ত বলেন, "মৃত মানুষকে কেন আইসিইউতে বেঁধে দেওয়া হল। আমরা জোর করে ভিতরে ঢুকে দেখতে পাই আইসিইউ তে রয়েছে আমাদের রোগী, কিন্তু মারা গেছেন। হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। অথচ নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ আমাদের কিছুই জানায়নি। মৃত রোগীকে জীবিত বলে চিকিৎসা চালিয়ে গিয়ে মোটা অংকের টাকা দাবি করত।"

পুলিশের কাছে ওই নার্সিংহোম সিল করে দেওয়ারও অনুরোধ জানিয়েছেন মৃতের পরিবার। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের পাল্টা বক্তব্য অভিযোগ ভিত্তিহীন। রক্ত জোগাড় করতে না পারাতেই ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তবে কেন তা পরিজনকে জানানো হয়নি সে ব্যাপারে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বরফের চাদরে ঢাকল সান্দাকফু, দার্জিলিংয়ে শিলাবৃষ্টি

দার্জিলিং, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা দক্ষিণবঙ্গের। এমন সময় বরফের চাদরে ঢাকল সান্দাকফু। এপ্রিল মাসেও ঠান্ডা আবহাওয়া অনুভব করছেন স্থানীয়রা। বরফ দেখতে দলে দলে পর্যটক দার্জিলিং থেকে সান্দাকফু ছুটছেন। অসময়ে বরফ দেখতে পেয়ে খুশি ভ্রমণপ্রিয় মানুষেরা। এদিকে, দার্জিলিংয়ের বেশকিছু এলাকায় শিলাবৃষ্টি হয়েছে বলে খবর।

রবিবার থেকে রাজ্যজুড়েই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ছয় জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আর তাপপ্রবাহ থাকবে না বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে ইতিমধ্যেই শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। মালদা এবং দুই দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার থেকে বৃষ্টি বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

আজ অযোধ্যায় রামলালার জন্মস্থানের জলাভিষেক

অযোধ্যা, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : আজ রবিবার অযোধ্যাবাসীর পাশাপাশি রামলালার জন্মভূমির জলাভিষেকের সাক্ষী হতে চলেছে গোটা দেশ। ভগবান শ্রী রামের বিশাল ও ঐশ্বরিক মন্দিরের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। রাম লালার গর্ভগৃহ সহ নিচতলায় ১৬৭টি স্তম্ভ প্রস্তুত। তার ওপরে কয়েকটি বিম বসানো হয়েছে। নির্মাণাধীন মন্দিরের জলাভিষেকের জন্য ১৫৫টি দেশ এবং সাতটি মহাদেশ থেকে নদী ও সমুদ্রের জল পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক, দিল্লি স্টাডি গ্রুপের সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক ডক্টর বিজয় জলি বলেছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং যোগগুরু বাবা রামদেব এই অনুষ্ঠানে প্রধানত উপস্থিত থাকবেন।

চুরি যাওয়া সদ্যোজাত উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : অবশেষে শনিবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল থেকে চুরি যাওয়া সদ্যোজাতকে উদ্ধার করল পুলিশ। শনিবার রাতে চোপড়ার বলরামপুর থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। পাকড়াও করা হয়েছে শিশু চুরিতে অভিযুক্ত এক মহিলাকেও।

রাতেই শিশুটিকে নিয়ে চোপড়া থেকে রওনা দেয় পুলিশ। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে তাকে 'সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট' (এসএনসিইউ)-এ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। সেখানে শারীরিক পরীক্ষার পরই শিশুটিকে প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসাধীন তার মায়ের হাতে তুলে দেওয়া দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এডিসিপি শুভেন্দ্র কুমার শুধু বলেন, "শিশুটিকে পাওয়া গিয়েছে।"

ইসিএলের শোনপুর বাজারি প্রজেক্টের কোল হ্যান্ডেলিং প্লান্টে আগুন, প্রানে বাঁচল শ্রমিকরা

দুর্গাপুর, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) ফের কয়লাখনিতে শ্রমিক সুরক্ষা বড়সড় প্রশ্ন। ভেঙে পড়া কোল হ্যান্ডেলিং প্লান্টের কাঠামো কাটিংয়ের সময় আচমকায় আগুন লাগল। বরাত জোরে প্রানে বাঁচলো শ্রমিকরা। কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছে শ্রমিকরা। রবিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইসিএলের সোনপুর বাজারি প্রজেক্টে।

প্রসঙ্গত, গত ১২ অক্টোবর সোনপুর বাজারি প্রকল্পের আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে কোল হ্যান্ডেলিং প্লান্ট (স্বচ্ছ)র পুরো কাঠামোটি। ঘটনার বিভৎসতা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে শ্রমিকরা। জানা গেছে প্রকল্পের কোল হ্যান্ডেলিং প্লান্টে প্রতিদিন স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক মিলিয়ে শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। তবে বরাত জোরে ওইদিন প্রানে বাঁচেন সকলে। রবিবার ওই ভেঙে পড়া সিএইচপি কাঠামো সরানো জন্য গ্যাস কাটার দিয়ে স্ক্র্যাপ কাটিংয়ের কাজ চলছিল। দুপুর নাগাদ আচমকায় সেখানের কনভেয়ার বেল্টে আগুন লেগে যায়। কয়লা ভর্তি ছিল কনভেয়ার বেল্ট। তারপর প্রখর রোদের তাপে কয়লা শুকনো হয়ে পড়েছিল। ফলে আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে কনভেয়ার বেল্টে আগুন। বরাত জোরে প্রানে বাঁচে সেখানে স্ক্র্যাপ কাটিং করা শ্রমিকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ২ টি ইঞ্জিন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসিএল আধিকারিকরা। কিন্তু ততক্ষনে আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৬ সালে কোল হ্যান্ডেলিং প্লান্ট-টি প্রথম চালু হয়। খনিতে উৎপাদিত কয়লা কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে সরাসরি জমা হয় কোল হ্যান্ডেলিং ফানেলে। এবং নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারে লোড হয় ওই কয়লা। তারপর ডাম্পার ভর্তি কয়লা পৌঁছে যায় সরাসরি কোল সাইডিংয়ে। শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন আগে প্লান্ট-টি চালু হলেও প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়নি। অথচ নিয়ম অনুযায়ী এটি নিয়মিত সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কারের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতিকে দায়ী করেছেন শ্রমিকরা।

শ্রমিকরা জানান,' দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। সেফটি বিভাগ এটি বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও এই প্ল্যান্টটি চালু রাখা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ কয়লা উৎপাদনে সক্রিয় থাকলেও শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। আধিকারিকদের উদাসীনতাকে দায়ী করে শ্রমিকরা।' প্রায় ৭ মাস বন্ধ থাকার পর টনকনড়ে ইসিএলের। ওই কোলিয়ারির ভেঙে পড়া সিএইচপি কাঠামো সরানোর উদ্যোগ নেয় ইসিএল। আর তাতেই উঠছে প্রশ্ন। কয়লা উৎপাদনে যখন জোর তৎপরতা। তখন, ভেঙে পড়া সিএইচপি কাঠামো সরাতে সাত মাস সময় লাগল কেন? যদিও শ্রমিকরা পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবী জানিয়েছে। তবে এবিষয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষ কোন মন্তব্য করতে চায়নি।

পাঁচ বাংলাদেশী গ্রেফতার

ক্যানিং, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): অবৈধ ভাবে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়ায় পাঁচ বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করল বন দফতর। পরে তাদেরকে সুন্দরবন কোস্টাল পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শুক্রবার রাতে বঙ্গোপসাগরের উপকূল এলাকা সুন্দরবনের বাঘমারা জঙ্গল থেকে গ্রেফতার করা হয় এদেরকে। ধৃতদের কাছ থেকে চল্লিশ কেজি মধু উদ্ধার করেছে বন দফতর। ধৃতদের রবিবার আলিপুর আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ জানিয়েছে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার বাসিন্দা এরা। ধৃতদের নাম অলিউর রহমান, মহম্মদ আসাদুল, মহম্মদ মফিজুল রহমান, সইদুল্লা শেখ এবং আলম গাজী। ভারতীয় ভূখণ্ডের সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করতে এরা ঢুকে পড়েছিলেন। টহলদারি করার সময় বন দফতরের কর্মীরা এদেরকে ধরে ফেলে। তবে সঠিক কি কারণে এরা ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও বন দফতর। ধৃতদের রবিবার আলিপুর আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ

গ্রামগুলির জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী: গিরিরাজ

বেগুসরাই, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রাম, দরিদ্র এবং কৃষকদের পঞ্চায়েতি রাজের মাধ্যমে সমৃদ্ধির লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করতে সময় দিচ্ছেন দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। এই বছরের ২৪ এপ্রিল পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষ্যে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব অভিযানের অধীনে গ্রামের সমৃদ্ধির জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী।

গিরিরাজ সিং বলেন, অমৃত মহোৎসব-অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অধীনে নয়টি প্রচারাভিযান চালু করার পাশাপাশি ২৪ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের রেওয়া থেকে 'অমৃত মহোৎসব-ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট'-র জন্য ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপও চালু করা হবে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব - অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রচারাভিযানের অধীনে, স্বামীত্ব-আমার সম্পত্তি, মেরা হক থিমের লক্ষ্য ২০২৩ সালের আগস্টের মধ্যে স্বামীত্ব যোজনার অধীনে ১.৫ কোটি অধিকারের রেকর্ড-সম্পত্তি কার্ড তৈরি করা হবে।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী মোদী আগামীকাল সোমবার সকাল ১১:৩০ টায় মূল অনুষ্ঠানস্থল এসএফএফ ময়দানে পৌঁছাবেন এবং প্রথমে এখানে বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন প্রদর্শনী পরিদর্শন করবেন। প্রধানমন্ত্রী সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে পৌঁছাবেন। অনুষ্ঠানে সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে ধরিত্রী বলে পুকার নামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

সাগরদিঘিতে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল ৫ কিশোর-কিশোরী! এখনও নিখোঁজ ১

মুর্শিদাবাদ, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত নদীতে তলিয়ে গেল পাঁচ কিশোর-কিশোরী। তাদের মধ্যে চারজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনও নিখোঁজ একজন।

রবিবার সকাল দশটা নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘির কাবিলপুর তেজরায়পুর ফেরিঘাটে গঙ্গায় স্নান করছিল পাঁচ জন কিশোর-কিশোরী। তাদের মধ্যে একজন ছেলে ও বাকি চারজন মেয়ে। তাদের নাম বৈশাখী মণ্ডল (১২), সুস্মিতা মণ্ডল (৮), ঋত্বিকা মণ্ডল (১২) এবং সাথী মণ্ডল (১৩) এবং রকি মণ্ডল (১০)। নদীতে স্নান করার সময়েই অসাবধানতাবশত জলে তলিয়ে যায় পাঁচ জন।

দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দেন স্থানীয় লোকজন। বৈশাখী, সুস্মিতা এবং ঋত্বিকাকে তখনই হাত ধরে ডাঙায় টেনে তোলা হয়।

দেড় ঘণ্টা তল্লাশির পর উদ্ধার করা হয় সাথীকেও। তবে রকির এখনও খোঁজ মেলেনি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় সাগরদিঘী থানার পুলিশ। উদ্ধারকারী দল রকির সন্ধানে এখনও খোঁজ চালাচ্ছে। প্রায় ৫ ঘণ্টা হয়ে গেলেও কিশোরের খোঁজ না মেলায় চিন্তায় পরিবার থেকে প্রশাসন সকলেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

কালীপুজো থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা মৃত্যু হাওড়ার ৩ যুবকের

হাওড়া, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : কালীপুজো দেখে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৩ যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে উলুবেড়িয়া শ্যামপুর রোডে শ্যামপুর থানার নবগ্রাম অঞ্চলের ধ্বজা মাস্টার মোড়ে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম বিজয় হাতি, শান্তনু হাতি এবং কুন্তল দাস। আনুমানিকভাবে তাঁদের বয়স ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। শনিবার রাতে শ্যামপুরের বালিচাতুরি অঞ্চলে একটি কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে নিমন্ত্রিত ছিল এই তিনজন। সেখানেই গিয়েছিলেন তিনযুবক। রাতে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময়ই দুর্ঘটনা। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ধ্বজা মাস্টার মোড়ের কাছে একটি গাড়ি তাঁদের বাইকে ধাক্কা মেরে চলে যায় বলে অভিযোগ। রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনজনই।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। তবে ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনেরই। রাতেই তাঁদের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কীভাবে এই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হবে। তবে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মৃতদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না।

সিভিক ভলান্টিয়ারের দাদাগিরির প্রতিবাদে বন্ধ তোর্ষার বাঁশের সাঁকো, বিপাকে যাত্রীরা

কোচবিহার, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : কোচবিহারে দুই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ তুলে কোচবিহারে আন্দোলনে নামল তোর্ষার বাঁশের সাঁকো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের কঠোর শাস্তির দাবিতে রবিবার সাঁকো দিয়ে যাত্রীদের যাতায়াত বন্ধ করে দেন তাঁরা। যার জেরে বিপাকে পরেন যাত্রীরা।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, গত ৫ এপ্রিল দুই সিভিক ভলান্টিয়ার ফাঁসিরঘাট পার হচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁদের কাছে নির্ধারিত ১৫ টাকা ভাড়া চাইলে তাঁরা তা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁদের মধ্যে বচসা ও ধাক্কাধাক্কি হয়। একজন সিভিক ভলান্টিয়ার ক্যাশবাক্স থেকে টাকাও ছিনতাই করে নেন বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন ফাঁসিরঘাট সাঁকো দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে সেখানে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন কর্মীরা। তাঁদের দাবি, অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আন্দোলনকারীদের তরফে মঞ্জুদার রহমান বলেছেন, 'সেই ঘটনার পর থেকেই তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

রামকৃষ্ণনগর সমবায় সমিতির নির্বাচন আগামী ৭ মে

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রামকৃষ্ণনগর সমবায় সমিতির সাধারণ সভা ও নির্বাচন আগামী ৭ মে অনুষ্ঠিত হবে। স্থানীয় রামকৃষ্ণ শিশু সদন এলপি স্কুলে ওইদিন সকাল নয়টা থেকে দুপুর ১২টা অবধি অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ সভা। এছাড়া দুপুর ১২টা থেকে চারটা অবধি অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন।

সমিতি কর্তৃপক্ষ এ খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, এবারের নির্বাচনে মোট ২,৪৭৮ জন শেয়ারহোল্ডার ১৫ জন শেয়ারহোল্ডারকে নির্বাচিত করবেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সবল শ্রেণির চারজন, দুর্বল শ্রেণির আট জন, মহিলা সংরক্ষিত দুজন এবং তফশিল জাতির একজন সদস্য। আগামী ৯ মে সকাল দশটা থেকে রামকৃষ্ণনগর ব্লকের অডিটরিয়ামে ভোট গণনা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সম্রাট অশোক জয়ন্তী পালিত কৃষ্ণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। ত্রিপুরা রাজ্যের করাপশন কন্টোল সংস্থার উদ্যোগে সম্রাট অশোক জয়ন্তী উপলক্ষে কৃষ্ণপুর এলাকায় অশোক চক্র এবং স্তম্ভ কে সম্মান দেওয়ার লক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় রবিবার দুপুরে। এই দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য চেয়ারম্যান যদুমনি দেব, ছিলেন মিডিয়ার সেলের টিংকু সাহা সহ খোয়াই জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং রাজ্যের এ আই ও।

এই সংস্থা তথা করাপশন কন্টোল সংস্থা দেশের ২৭ টি রাজ্যে সুনামের শহীদ কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে এই সমাজ তার উদ্যোগে করাপশন থেকে মানুষকে রক্ষা করা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, অপপ্রয়স্ক মেয়েদের বিবাহ বন্ধ করার সহ বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে করাপশন কন্টোল সংস্থা। এই লক্ষ্যে নবীন প্রজন্মের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গোটা দেশের মধ্যে ২৭ টি রাজ্যের মধ্যে কাজ করছে করাপশন কন্টোল সংস্থা। গত ১৬ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে সম্রাট অশোকের জয়ন্তী উৎসব। রবিবার তেলিয়ামু ড়া কৃষ্ণপুর এলাকায় এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বক্তারা সংস্থার মূল উদ্দেশ্য এবং নবীন প্রজন্মকে কিভাবে সঠিক পথে পরিচালন করা যায় সেই বিষয়টি তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। কালবৈশাখীর ঝড়ে খোয়াই, আশারাম বাড়ি, বেহালা বাড়ি, পশ্চিম চাম্পা ছড়া, পূর্ব বাচাইবাড় সহ বেশ কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা পরিদর্শন কালে কালবৈশাখীর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাথে কথা বলেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আর্থিক সহায়তার জন্য রাজ্য প্রশাসন সহ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন যাতে এই পরিবার গুলোকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে সাহায্য করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য তিনি বলেন রাজ্য প্রশাসন সহ মুখ্যমন্ত্রী যাতে এই জায়গা গুলি এসে পরিদর্শন করে যান এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাথে কথা বলেন। যদিও তিনি এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন এবং পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে ও চিঠি লিখে এই অসহায় পরিবার গুলোর বিষয়ে অবগত করবেন বলে জানান।

গড়িয়া, ঈদ

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে ছিল জনজাতিদের গড়িয়া উৎসব। তিন দিনের এই উৎসবের শুরুতেই ছিল পূজা পাঠ। শনিবার এই পর্ব শেষ হলেও মেলা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। রবিবার ছিল অক্ষয় তৃতীয়া। হিন্দু শাস্ত্র মতে এই দিনটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

শাস্ত্রমতে এই দিনেই লেখা হয়েছিল মহাভারত। জন্মেছিলেন ঋষি পরশুরাম। পুরান মতে এই দিনেই হিমালয় থেকে, গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছিল। কথিত আছে অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্য লগ্নেই দেবী দুর্গা বধ করেছিলেন মহিষাসুরকে। কাশি ধামে সহ বিভিন্ন ধামে এই উৎসবকে ঘিরে বহু ভক্ত প্রাণ মানুষের সমাগম হয়। লাখ লাখ পূণ্যার্থী এদিন ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে পূর্ণ অর্জনের জন্য। শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর এদিন দেহ রেখেছিল বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার চৌমহনী বাজার এলাকায়। এদিন এই উপলক্ষে বহু ভক্ত প্রাণ মানুষে সমাগম হয় চৌমুহনী বাজারে। জগন্নাথ মন্দিরে এই দিন শুরু হয় চন্দন যাত্রা উৎসব। আরো বহু অনুষ্ঠান রয়েছে যা হিন্দুর ধর্মের মানুষ পালন করে আসছে এইদিন। তবে এটাও ঠিক পর পর তিন দিন ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎসব দেখা গেল বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে পার্বতী ত্রিপুরায়। আর এই তিন দিন ছুটির মেজাজে কাটালেন রাজ্যবাসী। বিশেষ করে চাকরিজীবীরা। টানা তিন দিন ছুটি পেয়ে অনেকে আবার ভ্রমণ সেরে ফেলল। তবে সব কিছুর মধ্যেই যেন মেলবন্ধনের সুর ধ্বনি ত হল বারবার। আমরা এক ও অভিন্ন। আমরা ভারতবাসী। আমরা একই মায়ের সন্তান।

পুলিশের জালে

● প্রথম পাতার পর

যুবক। তাদের হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকা থেকে আটক করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয় প্রায় ৩৯ টি ব্রাউন সুগারের কোটা। জানা যায়, রবিবার হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৩৯ টি ব্রাউন সুগার কোটা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

তাদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারা অনুযায়ী একটি মামলা গ্রহণ করা হবে বলে জানায় পুলিশ। পুলিশ আরো জানায় আগাম খবর ছিল দীর্ঘ কয়েক দিন যাবত এলাকায় বেশ কয়েকজন যুবক বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বিক্রি করছে। সেই মোতাবেক রবিবার অভিযান চালিয়ে পুলিশের এই সাফল্য পায়। গ্রেপ্তার হওয়া দুই যুবকের মধ্যে একজন অমরপুর বি এম এস -এর প্রাক্তন সভাপতি পিন্টু রঞ্জন দাস। সম্প্রীতি তিন মাস এ ধরনের মামলায় জেল বাস করে এসেছেন। অপরজন টাউন শংকর পল্লীর বাসিন্দা মিঠুন দাস।

জেলাসভাপতিকে

● প্রথম পাতার পর

ওসি সঞ্জীব লস্কর, কৈলাসহর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ সহ বিশাল পুলিশ টি এস আর বাহিনী। পরবর্তী সময়ে উনাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কৈলাসহরের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে।এই ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশি বন্দুক

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে।

এবিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানার সেকেন্ড ও.সি নন্দন বৈদ্য জানান, এলাকাবাসীদের খবর মূলে জঙ্গল থেকে একটি দেশি গাঁদা বন্দুক উদ্ধার করে আনা হয়েছে এবং এই দেশি গাঁদা বন্দুক উদ্ধারের ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ প্রাথমিক ভাবে ধারণা করছে যে অবৈধ পশু শিকারি'রা পশু শিকার করার উদ্দেশ্যেই মূলত এই দেশি গাঁদা বন্দুকটি জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছে। যদিও এ ব্যাপারে পুলিশ কাউকেই আটক করতে পারেনি।

জীতেন্দ্র চৌধুরী

● প্রথম পাতার পর

রাষ্ট্রবাদী বলা হচ্ছে। সুতরাং মনে হচ্ছে যেন আরএসএস হিটলারের সংস্করণ বলে জানান তিনি। আয়োজিত সভায় এদিন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুধন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সকলে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

রদবদল

● প্রথম পাতার পর

কোন ধরনের অভিযোগ না থাকে তার জন্য এই রদবদলের তালিকায় বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এই তালিকাটি প্রকাশ করেছেন রাজ্য সরকারের অবর সচিব।

আহত পাঁচ

● প্রথম পাতার পর

দেখা হচ্ছে। গাড়িটিকে সনাক্ত করা হচ্ছে। এদিনের গাড়ির ধাক্কায় মোট ৫ জন আহত হয়। দ্রুত গতির কারনে এই দুর্ঘটনা ঘটে আহতদের বক্তব্য।

ধর্মনগরে বিজেপির বুথ স্বশক্তিকরণ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বুথ স্বশক্তিকরনে ধর্মনগরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্যসভার সদস্য বিপ্লব কুমার দেব। রবিবার দুর্যোগ পূর্ণ দিনে ধর্মনগরে সাংগঠনিক আলোচনায় আসেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্যসভার সদস্য বিপ্লব কুমার দেব। ছিলেন জেলা সভানেত্রী মলিনা দেবনাথ , বিধায়ক যাদব লাল নাথ , জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাশ, দুইজন মন্ডল স্তরের জেলা সাধারণ সম্পাদক সহ মন্ডলের কার্যকরতারা। আগামী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির পলিসি কি হবে তা নিয়ে এই সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ জুড়ে ১৫ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত পার্টির কর্মকর্তারা যে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তাই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। রাজ্যসভার সদস্য বিপ্লব কুমার দেব বলেন রাজ্যসভার সদস্য হলেও লোকসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাকে দিল্লি থেকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করতে উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরে এই সফর বলে জানান তিনি।

হাজত

● আটের পাতার পর

আটকাধীনরা যথাক্রমে আব্দুল বাতিন, সাদ্দাম হুসেন, আরশাদ আলি, আবুত আলিম, হাবিল উদ্দিন, রশিদ আলি, আমির উদ্দিন, ইব্রাহিম আলি, হবিবুর রহমান, আব্দুল সত্তার, মকবুল আলি এবং রমজাত আলি।ধৃতদের কাছে থেকে নগদ ২,৮২০ টাকা বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তিনটি মোবাইল হ্যান্ডসেট ও দু জোড়া তাসের বান্ডিল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৩/১৪/এ ধারায় ১০১/২০২৩ এবং ১০২/২০২৩ নম্বরে মামলা রুজু করে তাদের গ্রেফতার করা হয়। আজ তাদের হোজাইয়ে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের নির্দেশে ১৬ জুয়াড়িকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

কালবৈশাখীর তাণ্ডব, লণ্ডভণ্ড লালা চা বাগানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল

লালা (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার গভীর রাতে কালবৈশাখীর তাণ্ড ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে হাইলাকান্দি জেলার লালা চা বাগান এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে। ক্ষতি হয়েছে চা বাগানেরও। বিদ্যুতের তার ছিড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয়রা।

বিশেষ করে ক্ষতি হয়েছে আয়নাখাল লালটিলা এলাকায়। বেশ কয়েকটি জায়গায় বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর ভেঙে পড়েছে গাছ। কয়েকটি বাড়ির চালও উড়িয়ে নিয়ে গেছে তুফান। গৃহহীন হয়ে পড়েছেন বাগানের অনেক চা শ্রমিক। চা বাগানের ছায়া দানকারী গাছ ভেঙে পড়ারও খবর পাওয়া গেছে।

শিলাবৃষ্টিতেও অসংখ্য ঘরের টিনের চাল ঝাঝড়া হয়ে গেছে। জানা গেছে, রাতে আকস্মিকভাবে কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে শুরু হয় ভারি শিলা বৃষ্টি। আর এতে বাগান এলাকার পাকা, কাঁচা ও আধকাঁচা প্রায় ৩০টি ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে।

করিমগঞ্জের বদরপুরে আগুনে পুড়ে ছাই বসতবাড়ি

বদরপুর (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জের বদরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডে বদরপুর রেলওয়ে কলোনির জনৈক পরিতোষ চক্রবর্তীর বসতবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।আজ রবিবার সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিঃস্ব হয়ে গেছে গৃহস্থের পরিবার। সর্বস্ব হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছেন পরিতোষ চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। মুহূর্তের মধ্যে আগুনে সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

বদরপুর দমকল বাহিনী সহ স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হলেও মুহূর্তের মধ্যেই তার বাড়ির ঘর ও সব আসবাবপত্র সহ সংসারের প্রয়োজনীয় সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডে নয় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

মাহেশে শুরু হল জগন্নাথ দেবের ৬২৭তম চন্দন যাত্রা উৎসব

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ লগ্নে মহা ধুমধামের সঙ্গে মাহেশে শুরু হল জগন্নাথ দেবের ৬২৭তম চন্দন যাত্রা উৎসব। ২১ দিন ধরে ঐতিহাসিক এই চন্দন যাত্রা উৎসব চলবে। একই সঙ্গে মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের চন্দন যাত্রাতেও দেশি ও বিদেশি ভক্তের ঢল।

মাহেশের জগন্নাথ মন্দির কমিটির সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানান, আগামী ২১ দিন ধরে এই চন্দন যাত্রা উৎসব চললেও স্নানযাত্রার আগে পর্যন্ত ৪২ দিন ধরে জগন্নাথ দেবের মাথা ও সারা অঙ্গে চন্দন ও কর্পূর বেটে লাগানো হবে। ৪ জুন স্নান যাত্রা সম্পন্ন হওয়ার পর ২০ জুন মাহেশের ৬২৭তম রথযাত্রা উৎসবের সূচনা হবে।

এদিকে, নদিয়ার মায়াপুর ইসকন মন্দিরেও শুরু হল চন্দনযাত্রা উৎসব। ২১ দিনব্যাপী এই উৎসবের জন্য সেজে উঠেছে মন্দির চত্বর। এই উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য সমাধি মন্দির সংলগ্ন পুষ্করিণী চত্বর বর্ণাঢ্য আলোকমালায় সাজানো হয়েছে। শুরুর দিন দেশ-বিদেশের প্রচুর ভক্ত অংশ নেন। ইসকন কর্তৃপক্ষের দাবি, 'চন্দন যাত্রা উৎসবের শুরুর দিন যে পরিমাণ ভক্তের ভিড় হয়েছে, তার তুলনায় আগামী দিন আরও বেশি ভক্তসমাগম হবে।

কথিত আছে, প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে জগন্নাথ দেব রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর সারা শরীরে যেন চন্দন লেপন করা হয়। এই আদেশ পাওয়ার পরই রাজা জগন্নাথ দেবের শরীর ঠান্ডা করতে চন্দন লেপনের ব্যবস্থা করেন।

প্রতাপগড় বিষ্ণুপ্রিয়া চতুষ্পাটিতে ১০ দিবসীয় কর্মশালা সমাপ্ত

পাথারকান্দি (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : সংস্কৃত অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে রবিবার করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি কেন্দ্রের তিনখানস্থিত প্রতাপঘর বিষ্ণুপ্রিয়া চতুষ্পাটিতে দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির সম্পন্ন হয়। দেবী সরস্বতীর মূর্তিতে পুষ্প অর্পণ করে কর্মশালা অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন এসএমডিসি সভাপতি শ্যামকৃষ্ণ সিনহা। উপস্থিত থাকেন করিমগঞ্জ রবীন্দ্র সদন গার্লস কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা গীতা সাহা, বিজ্ঞান শিক্ষক ননী কুমার সিনহা, রগুনাথ মহেশ্বর চতুষ্পাটির প্রধান অধ্যাপক চঞ্চল চক্রবর্তী, অধ্যাপক অঞ্জন সিংহা, সহ-শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা সিনহা সহ অনেকে।

কর্মশালায় উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা তাদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সংস্কৃত ভাষাকে সর্বাবস্তায় জীবনে ধরে রাখতে হবে। সংস্কৃত ভাষা যেমন মানুষকে অর্জনের দিকে নিয়ে যায় তেমনি অন্য ভাষাকে সম্মান জানাতে শেখায়। বর্তমানে সংস্কৃত ভাষায় প্রচার ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বক্তারা বলেন, সংস্কৃত ভারতীয় সংস্কৃতির জন্য অত্যাবশ্যক কারণ সনাতন ধর্মের সংস্কৃতি শিক্ষা খুবই দরকার। কর্মশালায় যোগদানকারী ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান করা হয় রবিবার। প্রতাপগড় বিষ্ণুপ্রিয়া চতুষ্পাটিতে খালি হওয়া পদগুলো পূরণ করে নিয়মিতভাবে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার করার জন্য রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্থানীয় সনাতনী অনেকে।

গ্রেফতার অবৈধভাবে রেলের টিকিট বিক্রির সঙ্গে জড়িত দালাল

গুয়াহাটি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ের অধীন রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ১৭ ও ১৮ এপ্রিল বিভিন্ন ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশনে তালাশি চালিয়ে নয় (৯) নাবালক এবং এক মহিলাকে সফলভাবে উদ্ধার করেছে। ওই সময়কালে আরপিএফ রেলের টিকিট বেআইনিভাবে বিক্রির সাথে জড়িত এক দালালকেও গ্রেফতার করেছে। আজ রবিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেস বার্তায় এই খবর জানিয়ে বলেন, ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল কাটিহার, গুয়াহাটি, ডিমাপুর, কামাখ্যা, কিষাণগঞ্জ এবং নিউ তিনসুকিয়া স্টেশনের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ নয়টি পলাতক নাবালক (ছয়টি মেয়ে এবং তিনটি ছেলে) এবং একজন পলাতক মহিলাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। উদ্ধারকৃত সকল নাবালক এবং মহিলাকে যথাযথ যাচাই করার পর নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চাইল্ড লাইনে নিরাপদ জিম্মায় এবং পরিবারের সদস্যদের হস্তান্তর করা হয়।

১৭ এপ্রিল অন্য একটি ঘটনায়, মালদা (পশ্চিমবঙ্গ) জেলায় অবস্থিত চাঁদপুরে 'সাইমুল কমন সার্ভিস সেন্টার' নামে একটি দোকানের মাধ্যমে দালালির কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। বারসইয়ের আরপিএফ দল ওই দোকানে অভিযান চালিয়ে তল্লাশি চালায়। অভিযানের সময় তারা ১৪, ৮৬৮ টাকা মূল্যের ৬টি রেলওয়ে ই-টিকিট উদ্ধার করে যা ব্যক্তিগত আইডি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল। উদ্ধারকৃত ই-টিকিট সম্পর্কে দোকানের মালিক সাইমুল হক কোনও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি। পরে তাকে জিম্মায় নিয়ে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) তার অধিক্ষেত্রের অধীনে দালালি কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। মানব পাচারের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পাশাপাশি শিশুদের সন্দেহজনকভাবে চলাচল, একা ভ্রমণ করা, যথাযথ অভিভাবক ছাড়া ভ্রমণ ইত্যাদির জন্যও সতর্ক থাকে, প্রেস বার্তায় জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

'পরিবারের কোনও বয়ানই নেয়নি পুলিশ', কালিয়াগঞ্জে বললেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন

কালিয়াগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরের কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় নির্য্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করল জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন। রবিবার চার সদস্যের দল পৌঁছয় কালিয়াগঞ্জ। উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রিয়াঙ্ক কানুনগো। রবিবার নির্য্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন প্রিয়াঙ্ক কানুনগো। তিনি বলেন, 'পরিবারের কোনও বয়ানই নেয়নি পুলিশ'।তিনি অভিযোগ করে বলেন, "কিশোরীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা সাড়ে ১১টা নাগাদ চলে এসেছিলাম তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে দেখা করব বলে। আমরা এখানে প্রায় ১ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছি। কিন্তু কোনও অফিসার আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। যতক্ষণ না তদন্তকারী অফিসাররা আমাদের সঙ্গে দেখা করছেন তার আগে কিছুই বলতে পারছি না।"

পাশাপাশি এ দিন তিনি বলেন, "তবে আমাদের মতে নির্য্যাতিতার পরিবারের বয়ান না নেওয়া অবধি পুলিশের এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়াই উচিত। আক্রান্ত পরিবার আমাদের জানিয়েছে যে, এখনও অবধি পুলিশ ওই পরিবারের কোনও বয়ান নেয়নি।"

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে নির্য্যাতিতার দেহ উদ্ধারের পর শনিবারও থমথমে এলাকা। পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠে বিস্ফোরক অভিযোগ। মৃত ছাত্রীর দেহ টানতে টানতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতা অমিত মালব্য সেই ভিডিয়ো টুইটও করেন। অভিযোগ সামনে আসার পর পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখতে আজ এলাকায় পৌঁছয় জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন।

পুলিশি হানায় গ্রেফতার ১০ জুয়াড়ি, বাজেয়াপ্ত জুয়া খেলার সরঞ্জাম ও বোলেরো গাড়ি

বাঁকুড়া, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) জুয়ার আসরে আচমকা হানা দিয়ে দশজন জুয়াড়ী কে গ্রেপ্তার করেছে বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ।গতকাল রাতে বেলিয়াতোড় এর চান্দুরিয়া গ্রামে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।রবিবার তাদের সকলকে বাঁকুড়া কোর্টে তোলা হয়।

প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী গ্রীষ্মের মরসুমে বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে ২৪ প্রহর হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসে। হরিনামের আসর উপলক্ষে বহু মানুষের আগমন ঘটে গ্রামে। এই সুযোগে জুয়াড়িরা আসর বসায় সন্নিকটস সানে। তারা রাতের বেলা অনুষ্ঠানস্থলের একটু তফাতে জুয়ার আসর বসাচ্ছে। এই জুয়াড়িরাই কোথাও কোথাও না কি অনুষ্ঠান উদ্যোক্তাদের সঙ্গে একটা মোটা টাকার রফা করে আসর বসায়। শনিবার বেলিয়াতোড় থানার চাঁন্দুড়িয়া গ্রামে এরকমই একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলায় জুয়ার আসর বসেছিল। পুলিশ খবর পেয়ে মাঝরাতে ওই জুয়ার আসরে গিয়ে হানা দেয়। জুয়ার ঠেক থেকে ১০ জন জুয়াড়িকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। জুয়ার ঠেক থেকে জুয়া খেলার সরঞ্জাম, বোর্ড মানি হিসাবে ২২, ৯২০ টাকা এবং একটি বোলেরো গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। রবিবার তাদের সকলকে বাঁকুড়া কোর্টে তোলা হয়। বিচারক তাদের জামিন মঞ্জুর না করে ২ জনকে ২ দিনের পুলিশ হেফাজত ও বাকি ৮ জনের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী জানান, ধৃত ১০ জনের মধ্যে ৫ জনের বাড়ি পাত্রসায়ের থানা এলাকায় , ৩ জন সোনামুখীর বাসিন্দা এবং বাকি ২ জনের বাড়ি বেলিয়াতোড় থানা এলাকাতেই। এই সব জুয়াড়িরা মেলা ও ২৪ প্রহর হরিনাম সংকীর্তন বা এই ধরনের অনুষ্ঠানে যেখানে লোক সমাগম হয় সেই সব স্থানে ঝোপঝাড়ের আড়ালে ঠেক বসায়। বেলিয়াতোড়ের গ্রামে এমনি একটি মেলায় জুয়ার ঠেক বসায়। বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ খবর পেয়ে তাদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এদের সঙ্গে আরও বড় কোনও চক্র আছে কি না তা দেখা হচ্ছে।

ক্রীড়াঙ্গন

অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। অল ত্রিপুরা চেসএসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। আজ, রবিবার বেলা বারোটায় সংস্থার অফিস গৃহে আয়োজিত সাধারণ সভায় রাজ্যের প্রতিটি জেলা স্তরীয় দাবা সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক মন্ডলী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক এবং ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য রতন চক্রবর্তী এবং কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিককে পেট্রন করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
নবগঠিত কমিটিতে প্রশান্ত কুন্ডু-কে প্রেসিডেন্ট, দীপক সাহা-কে জেনারেল সেক্রেটারি এবং মিঠু দেবনাথ-কে ট্রেজারার ছাড়াও অভিজিৎ ঘোষ-কে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।
পাশাপাশি চারজন সহ-সভাপতি, দুইজন জয়েন্ট সেক্রেটারি, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার এবং ১০ জন কার্যকরী সদস্য রাখা হয়েছে কমিটিতে।
অল ত্রিপুরা চেসএসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত কুন্ডু এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

ঘরোয়া টি-টোয়েন্টির ফাইনালে কাল স্ফুলিঙ্গ - ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। স্ফুলিঙ্গ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর ম্যাচ। টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। আগামী ২৫ এপ্রিল, মঙ্গলবার সকাল ৯ টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে এই খেতাবি লড়াই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্ফুলিঙ্গ মূলতঃ ত্রি-মুকুটের দাবিদার হলেও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস মরিয়া হয়ে আছে প্রথম ট্রফি ঘরে তোলার জন্য। ক'দিন আগে বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে রানার্স খেতাবে সন্তোষ্ট থাকতে হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। পরে তপন মেমোরিয়াল নক আউট ক্রিকেটে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে সেমিফাইনালে কসমপলিটনের কাছে হেরে ছিটকে যেতে হয়েছিল। ফাইনালে জয়ী হয়ে স্ফুলিঙ্গ চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছিল। এবারকার আসরে সেমিফাইনাল ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ৫৩ রানের ব্যবধানে জেসিসি-কে হারিয়ে এবং অপর সেমিফাইনালে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস আট উইকেটের ব্যবধানে কসমোপলিটন-কে পরাজিত করে ফাইনালে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। দুদিন বিরতি পেয়ে খেলোয়াড়রা হালকা প্র্যাকটিস করে নিচ্ছে। দুই গ্রুপের সেরা দুই দল ফাইনালে ওঠে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যেই মঙ্গলবারে দুই দল মাঠে নামবে।

অমরপুরে ক্লাব ক্রিকেট : অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে দেবার্পিত একাডেমি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি। রবিবার নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি ৮ উইকেটে পরাজিত করে জুপিটার ক্লাবকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে জুপিটার ক্লাব মাত্র ৫৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের দুইজন ব্যাটসম্যান চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তেই দলের আবস্থা আরও করুণ হয়ে যায়। দলের পক্ষে মালিন্দ্র সাধন জমাতিয়া ৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং রামকৃষ্ণ জমাতিয়া ৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির পক্ষে টুটন সরকার (৩/৯), সৌরভ সূত্রধর (২/৮) এবং সুবিমল নাথ (২/১০) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি ৮.৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।
দলের পক্ষে বচ্চন দাস ২০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রানে এবং টুটন সরকার ২৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রানে অপরাজিত থেকে যান।
এছাড়া দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১১ রান। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের টুটন সরকার।

ভলিবল সংস্থার বৈঠকে সিদ্ধান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। স্কুল স্তরের বালিকাদের মধ্যে একটি ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন হতে যাচ্ছে। যদিও ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এটি অনুষ্ঠিত হবে স্কুলের গরমের ছুটিতে। আজ, রবিবার ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বিশেষতঃ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংস্থা সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী আজকের বৈঠকে আসন্ন গরমের ছুটিতে ভলিবল রেফারিদের নিয়ে একটি ক্লিনিকের আয়োজন করা হবে বলেও স্থির হয়েছে।
মূলতঃ ভলিবল খেলার আধুনিক নিয়ম কানুন সম্বন্ধে অবহিত করা এই ক্লিনিকের মূল লক্ষ্য। এছাড়া, কুমারঘাটে সদ্য সমাপ্ত কৃষ্ণচন্দ্র সাহা মেমোরিয়াল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ দারুনভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে বিধায়ক ভগবান দাসের নেতৃত্বে টুর্নামেন্ট পরিচালন কমিটিকে সংস্থার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়। এ বিষয়ে পরিচালন কমিটির উদ্দেশ্যে একটি অভিনন্দন বার্তাও তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা শেষে জেলা স্তরে প্রাইজমানি প্রদান করা হবে বলেও বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সবশেষে ত্রিপুরা ভলিবল এসোসিয়েশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক চন্দন সেন সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মিক্সড মার্শাল আসরে রাজ্য সেরা ধলাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। সেরা হলো ধলাই জেলা। দ্বিতীয় স্থান দখল করলো খোয়াই জেলা। প্রথমবর্ষ মিক্সড মার্শালের রাজ্য আসরে। রবিবার এন এস আর সি সি-র বক্সিং হলঘরে হয় আসর। তাতে বিভিন্ন জেলা থেকে ৬৮ জন খেলোয়াড় উপস্থিত হয়েছিলেন। বিকেলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তী, ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে সংস্থার সচিব কৃষ্ণ সূত্রধর, ডোনাল্ড ডার্লং, রাজ্য মিক্সড মার্শাল আর্ট সংস্থার সভাপতি বিল্লো জমাতিয়া, সচিব রুস্তম জমাতিয়া প্রমুখ। আসরে ৭ টি জেলা থেকে খেলোয়াড়রা অংশ নিয়েছিলেন। আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে প্রতিটি ম্যাচেই।

মহিলা ক্রিকেট সাব্রুমকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দারুন সূচনা বিশালগড়ের

সাব্রুম:- ৬১/৯(১৩.২) বিশালগড়:- ৬২/০(৬.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।।শক্তির বিচারে ছিলো অনেক এগিয়ে। ত্রিপুরা দলের একঝাঁক ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া বিশালগড় মহকুমা অনেকটা অনায়াসেই নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়ে যায়। ত্রিপুরা দলের নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার শিউলি চক্রবর্তী এবং ইন্দ্র রাণী জমাতিয়ার হাত ধরে। রাজ্য সিনির মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিশালগড় মহকুমা ১০ উইকেটে পরাজিত করে সাব্রুম মহকুমাকে। বিজয়ী দলের শিউলি চক্রবর্তী ৪ উইকেট এবং ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া ৩৬ রান করেছেন। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে সাব্রুম মহকুমাকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান বিশালগড়ের অধিনায়িকা। বিশালগড়ের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে তেমনভাবে ২২ গজে মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি সাব্রুম মহকুমার ব্যাটসম্যান-রা। দল ১৩.২ ওভারে ৯ উইকেটে হারিয়ে ৬১ রান করতে সক্ষম হয়। শুরুতেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েম দলের ওপেনার সুপর্ণা বনিক। দলের পক্ষে দলনায়িকা প্রীয়া ত্রিপুরা ২২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং বিণা লক্ষ্মী ত্রিপুরা ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। ওইদুজন ছাড়া সাব্রুম মহকুমার কোনও ক্রিকেটার দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। বিশালগড়ের পক্ষে শিউলি চক্রবর্তী (৪/১১) এবং অশ্মিতা দাস (২/১২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে বিশালগড় ৩৮ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া ১৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ রানে এবং অম্বিকা দেবনাথ ২০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। আজ বিশালগড় মহকুমা নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিরুদ্ধে। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে আজ সকাল ৯ টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

সিনিয়র মহিলা রাজ্য ক্রিকেটে এলটিভি-কে হারালো ধর্মনগর

লংতরাইভ্যালি: ৯৩/৭(২০)
ধর্মনগর:- ৯৬/৪(৮.৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ধর্মনগর। সেমিফাইনালে খেলতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায় ছয় উইকেটে লংতরাই ভ্যালিকে হারিয়ে মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছে। প্রথম ম্যাচে সদরের কাছে ৭ উইকেটে পরাজয় তাদের মূলত পিছিয়ে দিয়েছে। গ্রুপ এ থেকে সদর-এ সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে রয়েছে। তবুও ধর্মনগরের ইচ্ছে রয়েছে গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে বিলোনিয়াকে হারিয়ে এবারের মত টুর্নামেন্ট শেষ করা। আজ, নরসিংগড়ে পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ধর্মনগর ছয় উইকেটের ব্যবধানে লংতরাইভ্যালিকে পরাজিত করেছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলা রাজ্য টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসর। সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে লংতরাইভ্যালি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মেঘা দাস সর্বাধিক ২৭ রান পায়। ধর্মনগরের সেবা মালাকার ১১ রানে তিনটি এবং টুম্পা দাস ২৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। ধর্মনগর মহিলা ক্রিকেট দল ৮.৫ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে পূজা পাল সর্বাধিক ৩৭ রান পায়। এছাড়া পুষ্পা সিনহার অপরাজিত ২২ রান উল্লেখ করার মতো। লংতরাইভ্যালির তনুশ্রী সরকার ২৪ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। বিজয়ী দলের সেবা মালাকার দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

রাজ্য মহিলা ক্রিকেটে বিলোনিয়াকে হারিয়ে সেমিফাইনালের লক্ষ্যে সদর-এ

সদর এ:- ১৭৯/৩(২০) বিলোনিয়া-৭০/১০(১৫.৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। সেমিফাইনালের লক্ষ্যে এগিয়ে অন্নপূর্ণা দাসের সদর-এ মহকুমা। পর পর দুই ম্যাচে জয়লাভ করে। রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে দুর্বল লংতরাইভ্যালি মহকুমার মুখোমুখি হবে সদর-এ। ফলে বড় কোনও অঘটন ছাড়া সেমিফাইনাল নিশ্চিত অন্নপূর্ণাদের। প্রথম ম্যাচে ধর্মনগরকে অনায়াসেই পরাজিত করার পর রবিবার বিলোনিয়া মহকুমাকে অনায়াসেই পরাজিত করে সদর-এ। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে সদর এ-র গড়া ১৭৯ রানের জবাবে বিলোনিয়া মহকুমা মাত্র ৭০ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের নিকিতা দেবনাথ ৭৭ রান করেন। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে সদর-এ নির্ধারিত ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৭৯ রান করে।
দলের পক্ষে প্রীয়াঙ্কা আচার্য ২৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ রানে এবং অনুভা পাল ৫৯ বল খেলে ২৩ রানে অপরাজিত থেকে যান।
এছাড়া দলকে বড় স্কোর গড়াতে মূখ্য ভূমিকা নেন ওপেনার নিকিতা দেবনাথ। নিকিতা ৪৭ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৫ রান।বিলোনিয়ার পক্ষে সোমা ত্রিপুরা (১/২৮), জ্যোৎস্না ভৌমিক (১/৩৪) এবং সুমি চক্রবর্তী (১/৫২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে সদর এ-র আটোসাটো বোলিংয়ে মাত্র ৭০ রান করতে সক্ষম হয় বিলোনিয়া মহকুমা।
দলের পক্ষে পলি রাণী মল্লিক ১৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং দীপা বিশ্বাস ১৩ বল খেলে ১০ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। সদর এ-র পক্ষে বিজয়া ঘোষ (৩/১), মামন রবিদাস (২/২) এবং স্নেহা দত্ত (২/১৫) সফল বোলার।

সিনিয়র মহিলা রাজ্য ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু সদর বি-র

মোহনপুর- ৬১/১০(১৭.৩) সদর বি:- ৬২/৩(১৭.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো সদর-বি। নিকিতা সরকারের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। পরাজিত করলো মোহনপুর মহকুমাকে। রাজ্য সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। রবিবার নিপকো মাঠে সদর-বি ৭ উইকেটে পরাজিত করে মোহনপুর মহকুমাকে। সকালে প্রথমে ব্যাট নিয়ে মোহনপুর মহকুমার গড়া ৬১ রানের জবাবে সদর-বি ৩ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের নিকিতা সরকার প্রথমে বল হাতে ৬ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ২৬ রান করেন।
এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে সদর-বি দলের দলনায়িকা নিকিতা সরকারের (৬/১) বিধ্বংসী বোলিংয়ে মুখথুবড়ে পড়ে যায় মোহনপুর মহকুমা। দল অতিরিক্ত খাতে যদি ৩১ রান না পেতো তাহলে দলীয় স্কোর ৪০ রানের গন্ডিও পাড় করতে পারতো না হয়তোবা।
দলের পক্ষে একমাত্র অধিনায়িকা রূপালি দাস দুই অঙ্কের রানে পা রাখেন। রূপালি ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন।
সদর বি-র পক্ষে নিকিতা ছাড়া অদিতী ঘোষ (৩/২০) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১৭.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় সদর-বি দলের পক্ষে নিকিতা সরকার ৪০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রানে এবং দেবযানি দেব ১১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া, দলের পক্ষে শায়ন্তিকা নমঃ দাস ৪৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন।

খুঁটি পুজোয় শুভ কামনা লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।।আসন্ন ফুটবল মরশুম। বরাবরের মতো এবার ও ময়দান কাঁপাতে প্রস্তুত লালবাহাদুর ব্যায়ামগার। ফুটবল মরসুম শুরুর পূর্বে খুঁটি পুজো দিলেন লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের প্রতিনিধিরা। ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে হলো এই আয়োজন। ক্লাবের টার্গেট একটাই ভালো দল গঠন করা। সঙ্গে অবশ্যই ভালো ফুটবল তুলে ধরা রাজ্যের ফুটবল প্রেমীদের জন্য। ফুটবল ময়দানে লালবাহাদুর ক্লাবের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। এটা বজায় রেখেই এবারও আবার দল গঠন করে মাঠে নামতে প্রস্তুত লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার ক্লাব।

বাস্কেটবল সংস্থার কমিটি পুনর্গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।।গঠিত হলো নতুন কমিটি। রাজ্য বাস্কেটবল সংস্থার। আগামী ৩ বছরের জন্য। রবিবার জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে হয় সংস্থার বার্ষিক সাধারন সভা। তাতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার চেয়ারম্যান রতন সাহা, প্রাক্তন খেলোয়াড় সঞ্জয় সাহা। সভায় আলোচনা ক্রমে গঠিত হয় নতুন কমিটি। ওই কমিটির চিফ পেট্রন মেয়র দীপক মজুমদার, পেট্রন মতিলাল সাহা, সভাপতি সঞ্জয় সাহা, সচিব সমীর দাস এবং কোষাধ্যক্ষ অশোক পাল নির্বাচিত হযেছেন। সহসভাপতি হিসাবে ৪ জন এবং ২ জন যুগ্ম সচিব হিসাবে রাখা হয়েছে কমিটিতে। এছাড়া সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে আরও ৮ জনকে। সভা শেষে আগামীদিনে ত্রিপুরাতে ওই খেলার উন্নতির জন্য আর কী কী করা দরকার তা নিয়ে হয় বিস্তর আলোচনা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

টেট উত্তীর্ণ নবনিযুক্ত শিক্ষকদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। রাজ্য সরকারকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে রবিবার টেট উত্তীর্ণ নব নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্যোগে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদিপ প্রজ্জলন করে এই মেগা রক্তদান শিবিরে উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।
শিবিরে এইদিন টেট উত্তীর্ণ নব নিযুক্ত শিক্ষক সিক্ষিকারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্য অতিথিরা স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করেন। শিবিরের উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন রক্তদান মহৎ দান। রক্ত দানের কোন বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন মানব জিবন অনেক কষ্টে পাওয়া যায়। তাই মানব জিবনে ভালো কাজ করা প্রয়োজন। রক্তদান একটা ভালো কাজ। মন্ত্রী রতন লাল নাথ এইদিন রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারের প্রশংসা করে বলেন বর্তমানে দেশ সর্ব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে।

করিমগঞ্জের মদনপুরে গীতা স্কুলের সূচনা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তর করিমগঞ্জ প্রখণ্ডের ব্যবস্থাপনায় আজ রবিবার একটি গীতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছে ভারত বাংলা সীমান্ত এলাকা উত্তর করিমগঞ্জের মদনপুর চা বাগানে।
করিমগঞ্জের ইসকন মন্দিরের নৃসিংদানন্দ দাস মহারাজের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন গুরু প্রণাম মন্ত্র ও গীতা শ্লোকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নৃসিংদানন্দ দাস মহারাজ বলেন, বর্তমান সময়ে ধর্ম শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সমস্ত বিশ্ব আজকের দিনে গীতার আলোয় আলোকিত হচ্ছে। মদনপুরের মতো একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গীতা শিক্ষা শুরু করার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও প্রখন্ড সম্পাদক অভিষেক চক্রবর্তীর ভূয়সী প্রশংসা করে মন্দিরে প্রতিদিন এক ঘন্টা গীতা পাঠের জন্য আহ্বান জানান।প্রখন্ড সম্পাদক অভিষেক চক্রবর্তী তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সনাতনী সমাজের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বলেন, সঠিক সমাজ গড়তে হলে ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে গড়তে হবে, তাই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেখানে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে পন্ডিত ধর্ম শিক্ষক দ্বারা গীতা অধ্যয়ন হবে। পরবর্তীতে বাৎসরিক পরীক্ষার সহ মাসিক পরীক্ষা নেওয়া হবে গীতা বিষয়ের উপর।অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর করিমগঞ্জ প্রখণ্ডের সভাপতি দীপক চক্রবর্তী, বজরং দলের বাপ্পন চক্রবর্তী , কানাই গুয়ালা, হিতব্রত পুরকায়স্থ সহ অনেকে।

খংজম দিবস উদযাপন করল মণিপুরি সম্প্রদায়ের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। পুথিবা ওয়েল ফেয়ার এন্ড কালচার্যালল সোসাইটির উদ্যোগে এবং পাওনা ব্রজবাসী ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বীর শহীদ পাওনা ব্রজবাসীর ১৩২ তম প্রয়ান দিবস উপলক্ষ্যে খংজম দিবস উদযাপন করা হয়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে খংজম নদীর তীরে শহীদ হন পাওনা ব্রজবাসী। এই বীর শহীদ রক্তদিয়ে ভারতের একাত্মতা বোধকে রক্ষা করেছেন। পরবর্তী যুবক সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে এই দিনটি উদযাপন করা হয় মনিপুরী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে। অভয় নগর স্থিত পুথিবা মন্দিরে বীর শহীদ পাওনা ব্রজবাসীর আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেক সমাজ ,জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যারা সংগ্রাম করে তাদের মানুষ দীর্ঘ বছর স্মরণ করে। মনিপুরী সম্প্রদায়ের জন্য পাওনা ব্রজবাসীর অবদান ভোলার নয়। আগামী প্রজন্মকেও একই ভাবে তাদের শ্রদ্ধা সম্মান জানানোর আহ্বান জানান মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া।

জগন্নাথ জিও মন্দিরে চন্দন যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। প্রতিবছরের মতো রীতিনীতি মেনে এবারও অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে জগন্নাথ জিউ মন্দির থেকে বের হয় চন্দন যাত্রা।মদন মোহন পালকি করে ঘুরেন। ২১ দিন ব্যাপী পুরিধামে হয় চন্দন যাত্রা নরেন্দ্র সরোবরে। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই চন্দন যাত্রা। ২১ দিনে জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান দেবতার প্রতিনিধি মূর্তি এবং পাঁচ পাণ্ডব নামে পরিচিত পাঁচটি শিবলিঙ্গ একটি শোভাযাত্রায় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সিংহ গেট থেকে নরেন্দ্র তীর্থ ট্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়া হয়। দেবতা মদনমোহন, ভূদেবী, শ্রীদেবী এবং রামকৃষ্ণ ২১ দিন ধরে এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। নন্দ ও ভদ্র নামে দুটি নৌকায় দেবতাদের নিয়ে যাওয়া হয় নরেন্দ্র ত্রিথের চার পাশে ভ্রমণে। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের পর দেবতাদের জগন্নাথ মন্দিরের কাছে অবস্থিত নারন্দ্র পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এবারো আগরতলা জগন্নাথ বাড়ি মন্দির থেকেও বের হয় চন্দন যাত্রা। চন্দন যাত্রা উপলক্ষ্যে বসে মেলা ও শ্রী রাধা মদন মোহন বিগ্রহের নৌকা বিহার জল ক্রীড়া। অক্ষয় তৃতীয়া ও সমাপ্তি দিনে ভক্তরা বিগ্রহ পালকি করে আগরতলা শহরে নগর কীর্তন ও শোভাযাত্রা বের করে।

রঙিয়ায় ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনা, হত বাবা-মেয়ে, আহত মহিলা সহ চার

রঙিয়া / মঙ্গলদৈ (অসম) ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারালেন বাবা ও মেয়ে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আজ রবিবার। ঘটনাস্থলে বাবা ও মেয়ে প্রাণ হারানোর পাশাপাশি আহত হয়েছেন একই পরিবারের শিশু মহিলা সহ চারজন।
জানা গেছে, কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার অন্তর্গত রঙিয়ার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। আজ সকালে পরিবারের সদস্যরা নিজেদের সুইফট ডিজায়ারে করে বরপেটায় এক বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মঙ্গলদৈয়ের ধুলা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন গৃহকর্তা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক শিবপ্রসাদ বরুয়া। কিন্তু রঙিয়ায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এসে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারালে পাশের খাদে গিয়ে পড়ে সুইফট ডিজিয়ারটি।দুর্ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ গাড়িতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন ছয় আরোহী। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে স্থানীয়দের সাহায্যে গাড়ির ভিতর থেকে সকলকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তাররা শিবপ্রসাদ বরুয়া এবং তাঁর বিবাহিতা কন্যা চন্দ্রমা বরুয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।আহত যথাক্রমে বিকাশ বরুয়া, জ্যোতিপ্রিয়া হাজরিকা, বরষা হাজরিকা এবং ভাস্কর হাজরিকাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।এদিকে মঙ্গলদৈয়ের ধুলায় শিবপ্রসাদ বরুয়ার বাড়ি এবং পাড়ায় বিরাজ করছে শোকাকুল পরিবেশ। বুকফাঁটা কান্নায় এলাকার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে গেছে।

লামডিঙের ১৬ জুয়াড়ির জেল হাজত

হোজাই (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : লামডিং পুলিশের এক অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে ১৬ জন জুয়াড়িকে। ধৃত জুয়াড়িদের প্রেরণ করা হয়েছে জেল হাজতে।জানা গেছে, লামডিং পুলিশ থানার ওসি চন্দনজ্যোতি বরার নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে লামডিং রেলওয়ে ক্রসিং গেট বাজার এলাকায় জুয়া খেলার সময় চার জনকে এবং ন'খুটি এলাকা থেকে ১২ জন জুয়াড়িকে আটক করা হয়। পুলিশের হাতে আটক লামডিং এলাকার চারজন যথাক্রমে শুভঙ্কর দেবনাথ, রাজু দাস, প্রেমা বৈদ্য এবং বিশ্বজিৎ পাল। অন্যদিকে ন'খুটি খাগরিজান এলাকা থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলা (উত্তর) জেলায় বুথ স্বশক্তিকরণ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ এপ্রিল।। বুথ স্বশক্তিকরণের রনকৌশল ঠিক করতে রবিবার সিপাহীজলা (উত্তর) জেলার কার্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশালগড় স্থিত জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ছন্দা দেববর্মা, বিজিত প্রার্থী হিমানী দেববর্মা প্রমুখ। জেলা কমিটির কার্যকর্তা, মোর্চার সভাপতিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ভারতমাতা, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পর শুরু হয় বৈঠক। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মানুষের কল্যাণ এবং রাষ্ট্র নির্মাণে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। তাই মানুষের আস্থা অর্জন সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার গত পাঁচ বছর কাজের স্বীকৃতি সরূপ বিপুল জয় পেয়েছে। দল শক্তিশালী হয়েছে। একসময় যে কার্যকর্তাদের মানুষ চিনত না। আজ তারা সমাজে পরিচিতি পেয়েছে। আজ তারা মানুষের জন্য কাজ করছে। শুন্য থেকে শুরু করে দল আজ বিশাল শক্তিশালী হয়েছে। কার্যকর্তাদের কঠোর পরিশ্রমে তা সম্ভব হয়েছে। এবার বুথে বুথে মজবুত সংগঠন গড়তে হবে। বুথে নেতা তৈরি করতে হবে। যারা মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম তাদের দায়িত্ব দিতে হবে। ২০২৪ সালে দু''টি আসনেই জয় সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে এখন থেকে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।তেইশের লড়াইয়ে বিপুল জয় পেয়েছে বিজেপি।মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে।এবার ২৪ শে রণাঙ্গনে ঝাপিয়ে পড়েছে বিজেপি। ত্রিপুরার দুটি আসনে জয় সুনিশ্চিত করতে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে সাংগঠনিক স্বশক্তিকরণের ঠিক করতে রবিবার সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উপস্থিত থেকে সিপাহীজলা (উত্তর) জেলা কার্যালয়ে দুটো আসন সুনিশ্চিত করতে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করেন।

কসবা কালীবাড়িতে পুজা দিলেন দুই বিধায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। একসাথে দুই বিধায়িকার মন্দির পরিদর্শন। দুই বিধায়িকা সপরিবারে কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় পূজার্চনা করেন। রবিবার কমলা সাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার এবং সুরমা বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল একসাথে কমলা সাগর স্থিত কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পরিদর্শনে যান। এদিন দুই বিধায়িকা সপরিবারে কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় পূজার্চনা করেন। দুই বিধায়িকা মায়ের মন্দিরের পূজা শেষে মন্দিরে আসা অন্যান্য পুণ্যার্থী এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেন। তার পাশাপাশি এদিন দুই বিধায়িকা ভারত বাংলা সীমান্তের মনোরম দৃশ্যও উপভোগ করেন। দুই বিধায়িকা জানিয়েছেন অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার পরেও একটু সুযোগ করে রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় তারা কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে এসেছেন।

শিক্ষকের 'যৌন লালসার' শিকার নাবালিকা ছাত্রী, গ্রেফতার অভিযুক্ত

চুঁচুড়া, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : শিক্ষকের 'যৌন লালসার' শিকার বছর পনেরোর নাবালিকা ছাত্রী। পারেননি। অভিযোগ, মেয়েটিকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করেছে অভিযুক্ত শিক্ষক। পরে পরিবারের তরফে জানাজানি হতেই অভিযোগ দায়ের হয় থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত শিক্ষক। ধৃতকে রবিবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়।
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। পার্ট টাইমে তিনি আবার প্রাইভেট টিউশনিও করেন। পাশাপাশি ক্রিকেট কোচিংয়ের অ্যাকাডেমিও চালান তিনি। অভিযুক্তের কাছে ওই নাবালিকা দীর্ঘ দু'বছর ধরে প্রাইভেটে পড়াশোনা করতে যেত। পাশাপাশি মেয়েটি তার কাছে ক্রিকেট খেলাও শিখতে যেত। মেয়েটির মামার অভিযোগ, গত এক বছর ধরে তাঁর ভাগ্নিকে ভয় দেখিয়ে যৌন নির্যাতন চালাচ্ছে অভিযুক্ত। মাস খানেক আগেও ধর্ষণ করে তাকে।বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় ভাবে মেটানোর চেষ্টা করা হয়। না মেটায় গতকাল রাতে গুপ্তিপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। নাবালিকার মামা জানান যে অভিযুক্ত শিক্ষক তাঁর ভাগ্নিকে একটি মোবাইল ফোনও দেয়। সেখানেই একটি মেসেজ থেকে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। অভিযুক্তের স্ত্রী জানান, "মেয়েটা ইচ্ছাকৃতভাবে আমার স্বামীকে ফাঁসাল।

তেলিয়ামুড়ায় অযাচক অশ্রমে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া আঞ্চলিক অখণ্ড সংগঠনের অযাচক আশ্রমের উদ্যোগে রাবিবার দিন তেলিয়ামুড়া অযাচক আশ্রমে এক রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এ দিনের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব ত্রিপুরা যৌথ অখণ্ড সংগঠনের সম্পাদক পান্নালাল মল্লিক, ত্রিপুরা সম্মিলিত অখণ্ড সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সুবোধ দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই রক্তদান শিবিরের মূল উদ্দেশ্য হলো,,, শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব বলেন জগৎমঙ্গলের একটি অপরিহার্য অংশ রক্তদান শিবির। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই শ্রী শ্রী দাদামনি প্রত্যেক অখন্ডকর্মীদের নির্দেশ দেন এই এপ্রিল মাসে বিশ্বব্যাপী রক্তদান শিবিরের মত জগৎমঙ্গল কার্য অনুষ্ঠিত করার জন্য। সেই লক্ষ্যেই মূলত রবিবার তেলিয়ামুড়া আঞ্চলিক অখণ্ড সংগঠনের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া অযাচক আশ্রমে আয়োজিত হয় এই রক্তদান শিবির। তাছাড়া এদিনের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় সমস্ত রক্তদাতাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।। এদিন স্বেচ্ছায় প্রায় ৩০ জন ভক্তরা, রক্তদান শিবিরে রক্ত দিয়েছে।

বনমালীপুর রামঠাকুর আশ্রমে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। রবিবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্য তিথিতে দেহত্যাগ করেছিলেন রাম ঠাকুর। রাজধানীর বনমালীপুরস্থিত রামঠাকুর আশ্রমে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয় অক্ষয় তৃতীয়া। কথিত আছে কলিযুগ থেকে মুক্তি দিতেই এই ধরাতে আগমন ঘটেছিল রাম ঠাকুরের। এইদিন রাজধানীর বনমালীপুরস্থিত রামঠাকুর আশ্রমে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয় অক্ষয় তৃতীয়া। এইদিন সকাল থেকে রাম ঠাকুর আশ্রমে চলে রাম ঠাকুরের ভক্তি মূলক গান পরিবেশন। একই সাথে চলে পূজার্চনা। আশ্রমে ভক্তরাও সকাল থেকে ভিড় জমায়। বনমালীপুরস্থিত রাম ঠাকুর আশ্রমের সম্পাদক স্বপন কুমার বনিক জানান রাম ঠাকুরের ৭৪ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ণলগ্নে এইদিন সকাল থেকে বনমালীপুর রাম ঠাকুর আশ্রমে প্রভাতি অনুষ্ঠান শুরু হয়। এইদিন দুপুরে প্রদান করা হবে রাজ ভোগ। দুপুরে সকল ভক্তর জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছারাও রাতের বেলা অনুষ্ঠিত হবে সত্য নারায়ন পুজা। পুজা শেষে বিতরণ করা হবে প্রসাদ।

"ডোন্ট ব্ল্যাম মি", শ্রীনিবাস মামলায় কং নেতা রণদীপের উদ্দেশে বার্তা অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : ''ডোন্ট ব্ল্যাম মি'', আমাকে দোষারোপ করবেন না। সর্বভারতীয় যুবকংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস বিভি মামলায় কংগ্রেসে জাতীয় নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালার উদ্দেশে এভাবে কড়া বার্তা দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।
শ্রীনিবাস বিভি মামলায় আইন অনুযায়ী পুলিশি পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দিতে তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা গুয়াহাটি মেট্রো পুলিশ কমিশনারেটের এক নোটিশ আপলোড করে অভিযুক্তকে আইনি প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।ভারতীয় যুব কংগ্রেসের (আইওয়াইসি) সভাপতি শ্রীনিবাস বিভির বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, কংগ্রেস দলের মধ্যে নিরাপদ পরিবেশের অভাব। এজন্য তাঁকে (হিমন্তবিশ্ব শর্মা) দোষ দেওয়া অন্যায়। মহিলা কর্মী অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সদ্যপ্রাক্তন সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পর বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। শ্রীনিবাসকে একজন 'যৌনাকাঙ্ক্ষী এবং অরাজকতাবাদী' বলে অভিযুক্ত করেছেন তাঁরই একদার সহকর্মী (অঙ্কিতা)।তিনি কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালার অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, পুলিশি অ্যাকশন সংবাদ শিরোনামে থাকার কোনও চক্রান্ত নয়, এ ধরনের কোনও উদ্দেশ্য তাঁর (মুখ্যমন্ত্রী) নেই। পুলিশ অঙ্কিতা দত্তের দায়েরকৃত মামলার তদন্ত করছে মাত্র। প্রসঙ্গত কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা আজ নয়াদিল্লিতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে কটাক্ষ করে বলেছেন, তিনি অমিত শাহকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সংবাদ শিরোনামে থাকার জন্য বিদ্বেষমূলক কাজে জড়িত বলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন রণদীপ। তার জবাবে শ্রীনিবাস বিভি মামলায় তাঁকে দোষারোপ না করতে সতর্ক করে দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সারা অসম টাইকোয়ানডো সংস্থার ব্ল্যাক বেল্ট ডান প্রমোশন টেস্ট সম্পন্ন, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৬৮৯

গুয়াহাটি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : সারা অসম টাইকোয়ানডো সংস্থার ব্ল্যাক বেল্ট ডান প্রমোশন টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। গুয়াহাটির রাধাগোবিন্দ বরুয়া ক্রীড়া প্রকল্পে অবস্থিত দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন ইনডোর স্টেডিয়ামে আজ রবিবার ব্লেক বেল্ট ডান প্রমোশন টেস্টে ৩৭টি জেলা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৬৮৯। এর মধ্যে কামরূপ মহানগর জেলার অংশগ্রহণকারী ছিলেন সর্বাধিক, ১২১ জন।
ব্লেক বেল্ট ডান প্রমোশন টেস্টে মহিলার সংখ্যাও ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ৬৮৯ জনের মধ্যে পুরুষ ৪৩৬ এবং মহিলা অংশগ্রহণকারী ছিলেন ২৫৩ জন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং জ্যেষ্ঠ খেলোয়াড়। এ প্রসঙ্গে সারা অসম টাইকোয়ানডো সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিরণ্য শইকিয়া বলেন, টাইকোয়ানডো ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার ৪৭ বছরের ইতিহাসে দেশের কোথাও বেল্ট ডান প্রমোশন টেস্টে এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করার নজির নেই। এছাড়া সারা অসম টাইকোয়ানডো সংস্থার ইতিহাসেও এ ধরনের বেল্ট ডান প্রমোশন টেস্ট প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে। অসমে অতি সফলভাবে ব্ল্যাক বেল্ট ডান প্রমোশন টেস্ট অনুষ্ঠিত করার জন্য টাইকোয়ানডো ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া সারা অসম টাইকোয়ানডো সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বলেও জানান হিরণ্য শইকিয়া।
তিনি জানান, ব্ল্যাক বেল্টের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ডান টেস্ট ও প্রমোশনের পরীক্ষা তদারক করেছেন অসমের চার প্রশিক্ষক এবং আন্তর্জাতিক রেফারি। তাঁরা ব্ল্যাক বেল্ট ষষ্ঠ ডান দীনেশ গুপ্তা, ব্ল্যাক বেল্ট পঞ্চম ডান আলি আহমেদ জাফরি, ব্ল্যাক বেল্ট পঞ্চম ডান ভূপাল থাপা এবং ব্ল্যাক বেল্ট পঞ্চম ডান বিরিঞ্চি শইকিয়া। সংস্থার সভাপতি তথা শদিয়ার বিধায়ক বলীন চেতিয়া এবং সংস্থার অন্যান্য পদাধিকারী এবং প্রশিক্ষকগণ এই প্রমোশন টেস্টে উপস্থিত ছিলেন বলে জানান সারা অসম টাইকোয়ানডো সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিরণ্য শইকিয়া।

অক্ষয় তৃতীয়ায় হালখাতা যাত্রা করাতে ভীড় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। বাঙালির ১২ মাসে তের পার্বণ। আর এই ১৩ পার্বণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব অক্ষয় তৃতীয়া। রবিবার ছিল অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ তিথি। শুধু বাঙালিই নয় , গোটা দেশের হিন্দুদের জন্য এই উৎসব অত্যন্ত শুভ। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে অক্ষয় তৃতীয়ার পুজো হয়। যে কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য এই দিন অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। সংস্কৃত অনুসারে অক্ষয় শব্দের অর্থ যার কোন ক্ষয় নেই। সেই সঙ্গে শাস্ত্র মতে অক্ষয় তৃতীয়া সুখ প্রদানকারী এবং পাপ নাশকারী তিথি। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মী ও গণেশ পুজোর আয়োজন করেন। অনেকে এদিন দোকানের হাল খাতা যাত্রা করেন। শুধু দোকান নয়, অনেকে বাড়িতেও পুজো করেন। এছারা বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তরা ভীড় জমান। এদিন সোনা কিনলে পরিবারে সুখ সমৃদ্ধি ঘটে। রবিবার রাজধানীর লক্ষী নারায়ণ বাড়ি মন্দিরে আসেন ভক্তরা। হাল খাতা যাত্রাতেও এই বছর যথেষ্ট ভীড় পরিলক্ষিত হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।